ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

ঠাকুরের কথা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধিমন্দির-মঠ, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানের সেবকাগ্রণী
জনকোপম—মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রিয়শিষ্য গুরুগতপ্রাণ সেবক
শ্রীমৎ স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের শ্রীমুখকমল-নিঃসৃত
অমিয়বাণী।

"মধুর নামের গুণে—শান্তি সদা প্রাণে-প্রাণে—
বিলাতে তাই জনে জনে দীন আকিঞ্চন।" রামকৃষ্ণ-সংগীত।

পরিবর্দ্ধিত

তৃতীয় সংস্করণ।

সিমুলতলা শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম হইতে তদীয় অকৃতি
সেবক—স্বামী যোগবিলাস দ্বারা প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীকল্পতরু উৎসব।

রামকৃষ্ণাব্দ ৮৪। সন ১৩২৫,—ইং ১৯১৯। ১লা জানুয়ারী। ১৭ই পৌষ।

প্রকাশকের বিনীত নিবেদন

এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণার্থ ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি অনুবাদ প্রার্থনীয়। ডাকে লইতে ইচ্ছা করিলে ডাকমাশুল দিতে হয়।

ইহার সমস্ত সত্ব সিমুলতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে অর্পিত।

প্রথম সংস্করণ ১০০০, শ্রাবণ ১৩২৫।

দ্বিতীয় সংস্করণ ১০০০, আশ্বিন ১৩২৫।

তৃতীয় সংস্করণ ১০০০, পৌষ ১৩২৫।

হিন্দু রিফ্রেস্‌মেণ্টহল, ১৫৬ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই ঠিকানায় বিনামূল্যে পাইবেন।

স্বামী যোগবিলাস

শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম

সিমুলতলা, ই, আই, আর—বিহার।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় "ঠাকুরের কথার" ছয় মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ হইল। ইহা আবালবৃদ্ধবনিতার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, ভারতের চৈতন্য হইয়াছে, ঘরে ঘরে ঠাকুরের কমলাসন স্থাপিত হইতেছে। জয় রামকৃষ্ণ! ইহার সমস্ত সত্ব সিমুলতলায় শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে অর্পিত হইল। ৫ নং হরঢোল লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা-নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত সেবক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় যাবজ্জীবন ইহা বিনা-মূল্যে বিতরণ করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহারই দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। করুণাময় ঠাকুর তাঁহাকে কৃপা করুণ। তাঁহার জন্ম সার্থক।

শ্রীশ্রী কল্পতরু উৎসব
শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম
সিমুলতলা।—বিহার।
১লা জানুয়ারী ১৯১৯

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপা-ভিখারী

কাঙ্গাল যোগবিলাস

ওঁ রামকৃষ্ণ

গুরু কৃপাহি কেবলম্।

ডু, কুং, মুন্সীয়ানা আংরেজী আ'র ফার্‌সী।
গুরু বিন্ জ্ঞান্ যেইসে আঁধার মে আর্‌সী॥

* * * * * *

গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে
কি হ'বে মা বনফুলে?

* * * * *

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥গীতা ৯-২৭।

* * * * * *

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

ত্বয়া রামকৃষ্ণ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দম্ শ্রীরামকৃষ্ণম্॥

শ্রীচরণাশ্রিত—কাঙ্গাল সন্তান।

গীতা

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥৪-১১।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ
নাম সারাৎসার।
তাঁরি মূর্ত্তি ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর কথা মন-প্রাণ,
জীবন আমার॥
এ অমৃত বিলাইতে জনে জনে বিধিমতে,
বাসনা সদাই।
"তাঁহারি কাঙ্গাল" আজ, পরিহরি লোকলাজ,
তাঁর নাম বুকে লয়ে যাচে দ্বারে তাই॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা

জয় শ্রীগুরুদেব !!!

ঠাকুরের কথা।

অভয়বাণী—চৈতন্য হউক।

ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোর্পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোর্কৃপা॥

ভগবান কাহারও দোষ ল'ন না, জীব তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলেই অপরাধ হয়—কষ্ট পায়; তাঁহাকে মনে করিলেই নিষ্পাপ হয়—ভক্ত হয়।

ভগবান সমদর্শী, সকলের প্রতিই তাঁর সমান দয়া—তিনি দয়াময়।

"Father forgive them for they know not what they have done."—Christ.

ভগবান্, ক্ষমা করুন—অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়াই আমার উপর বৈরীভাব পোষণ করিয়াছে। আমার বলিতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আপনার শ্রীচরণকমলাভিমুখীন হউক—ভক্তরাজ প্রহ্লাদ।—ক্ষমার সমান ধর্ম্ম নাই। "Resist no evil."—Christ. Forgiveness is the greatest revenge, to forgive is divine.

সত্যনিষ্ঠাই পরম ধর্ম্ম, সত্য অবলম্বন না করিয়া যদি কেহ মনে করেন যে তিনি পরম ধার্ম্মিক, তিনি ত্যাগীই হউন আর গৃহস্থই হউন, তিনি যে মহাভ্রান্ত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সত্য স্বরূপ। সত্যং হি কেবলম্ বলম্। গীতা ১৬ অঃ ২-৩ শ্লোক। "দুনিয়ামে সব্‌সে বড়া যো রাখে ইমান।" মস্‌লে—ইমান, তবে মুসলমান।

সত্য—সুমেরু পর্ব্বত চাপা দিলেও লুক্কায়িত থাকে না, ইহা পর্ব্বত ভেদ করিয়া উঠে। কাহাকেও কোন কথা প্রদান করিলে আপনার প্রাণকে পণ করিয়াও সে কথা পালন করা উচিৎ। "তেরা বচন না যায় খালি।" সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যভামারতো জয়ী।

যে কেহ ভগবানকে জানিবার জন্য, ভগবানকে পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিবে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে। গীতা ৯—৩৩; ১৮—৬২, ৬৬।

যেমন গোপাঙ্গনারা কাত্যায়নী আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণের সহায়তা লইয়া দেখুন, অচিরাৎ তাঁহাদের ইষ্ট সাক্ষাৎ হয় কি না? যদ্যপি না হয়, আমি উপর্য্যুপরি বলিতেছি যে, আমি সহস্র পাদুকার পাত্র হইব।—মহাত্মা রামচন্দ্রের বর্ত্তৃতাবলী,—"ব্রহ্ম-শক্তি"।

ভাবান্তর নাহিমাত্র তব করুণায়—হে দীনশরণ,
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়—বরিষার বারিবরিষণ।
বিধবার ধনাপহরণ, ভ্রূণহত্যা, কুলস্ত্রীগমন,
ত্যজি কন্যাপুত্র নারী, পানাসক্ত, অত্যাচারী
লোকত্যজ্য ঘৃণিত জীবন,—
তব দ্বার মুক্ত তার "পতিতপাবন"।—শূরভক্ত গিরিশচন্দ্র।

গীতা ৯—৩০, ৩১, ৩২।

সমস্ত ত্যাগ কর—কেবল সত্য ত্যাগ করিও না। একমাত্র সত্য-নিষ্ঠাই কলির তপস্যা। কলির জীব অন্নগত প্রাণ শক্তিহীন। ভক্তি সত্যনিষ্ঠাই কলির তপস্যা, সত্যে আঁট থাকিলেই হইল। গীতা ১১—৫৩, ৫৪, ৫৫। "বাগেব ব্রহ্মরূপৈব"।

চালাকী দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।—বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ।

দুঃখের অবসান করিতেই মানবের জন্ম। বহুভাগ্যে মনুষ্যজন্ম লাভ না করিলে এই দুঃখের অবসান করিবার চেষ্টা করিবার সামর্থ্য থাকে না। এই সামর্থ্য লাভ করিয়াও যে তাহার শক্তির ব্যবহার করে না, সে নিতান্তই দুর্ভাগা।

একটী মিথ্যা বলিলে তাহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে আরও পাঁচটী মিথ্যা বলিতে হয়। সব করিতে পারিব কেবল মিথ্যা বলিতে পারিব না।

এসে ঠেকেছি যে দায়—কব কায়? যার দায় সেই জানে—
পর কি বোঝে পরের দায়।

স্বপ্নসিদ্ধ যেই জনা, মুক্তি তাঁর ঠাঁই। দেব-স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়—সত্য।

যে বিদ্যার চর্চ্চা করিলে বার বার জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; সেই বিদ্যাই বিদ্যা। বিদ্যা শিক্ষায় বুদ্ধি—শুদ্ধি হয়।

ভগবানকে পাইলে সব পাওয়া যায়। এক্ সাধে—সব্ সাধে। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্—যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দম্ শ্রীরামকৃষ্ণম্। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।

লোকে মাগ ছেলের জন্য ঘটী ঘটী কাঁদে—ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? তাঁকে চায় কে? "মীরা কহে—বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা।"

তুলসী! যব্ জগ্‌মে আয়ো, জগ্ হাসে তোম্ রোয়।
এইসি করনি কর্ চলো কি তোম্ হাসো জগ্ রোয়॥

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যত্তপি জীবনে ধর্ম্মপথে উন্নতি করিবার চেষ্টা না করা যায়, তবে এ দুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা আদৌ থাকে না।

ওঁ রামকৃষ্ণ ধ্বনি প্রাণ খুলিয়া গগনভেদী রবে গাও, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত শ্রবণ করুক্, মানুষের কি কথা!—জনকোপম মহাত্মা রামচন্দ্র। গীতা ৫—১৮, ৭—১৯, ৯—৩২।

"কলিকালে নারদীয় ভক্তিই যুগধর্ম্ম।" ভগবানে ভক্তিলাভ করিয়া সেই চরম মোক্ষপদের অধিকারী হইতে চেষ্টা করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য; উহাই ধর্ম্ম—উহাই জ্ঞান। গীতা ১১—৫৩, ৫৪।

যে মঙ্গল হইলে মানবের চৈতন্যোদয় হইবার সম্ভাবনা, যে মঙ্গলে দেশের আপামর জনসাধারণের মুক্তিপথের অগ্রসর হইবার পরিচয় তাহাই মঙ্গল, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এগিয়ে যাও—শনৈঃ পন্থাঃ।

কেহই এ পর্য্যন্ত কোন বিদ্যা বা কোন কার্য্যই গুরুর সহায়তা ভিন্ন শিক্ষালাভ করেন নাই। "আমার গুরু যদি শুঁড়ি বাড়ী যায়—তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দরায়।" <u>ন গুরোরধিকং—ন গুরোরধিকং—ন গুরোরধিকং।</u> গুরুবৎ গুরু পুত্রেষু তৎ সুতাদিসু চ।

যে শক্তিদ্বারা দুঃখের অবসান করা যায়, যাহাতে পরমানন্দ লাভ করা যায়—তাহা ধর্ম্মজীবন লাভ করা! এই ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার উপায় বিভিন্ন প্রকার। সে উপায় ভগবান স্বয়ংই দেখাইয়া দিয়া থাকেন। ভগবান যতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, ততবারই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এক একবার এক এক উপায় বলিয়া দিয়াছেন। এক একটী মত—এক একটী পথ, ইহাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত প্রকার উপায় আছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সকল উপায়েই বা সকল মতেই সত্যপালন যে পরমধর্ম্ম এবং সত্য ব্যতীত যে ধর্ম্মরক্ষা হয় না, তাহা সকল মতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যমেব পরমপদম্।

সৎগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে সৎজ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লা কি ময়লা ছুটে, যব্ আগ্ করে প্রবেশ॥ তুলসীদাস।

গুরু ও ইষ্ট এক—অভেদ। গুরু কৃপাহি কেবলম্। যার কেউ নাই তার আমি আছি। নিরুপায়ের উপায় হরি। অন্ধকারের জন্যই আলোক। মাগো তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

কাঠ, মাটী, পাথরকে ভগবান জ্ঞান করিলে যখন ভগবানের আবির্ভাব তাহাতে হয়, ইহা বিশ্বাস কর, তখন তোমার গুরুতে ভগবান আরোপ করিয়া, ভগবান ভগবান করিলে তাঁহাতে ভগবানের আবির্ভাব, এ বিষয়ে সন্দেহ কেন? জড়পদার্থের যে কোন বস্তুতে যথার্থ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিলে যখন ভগবানেরই পূজা করা হয়, বিশ্বাস কর, তখন চৈতন্যরূপী মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলে ভগবানের পূজা করা হইল না ত কাহার পূজা করা হইল? জড়পদার্থের পূজা করিলে তোমার পূজা গ্রহণ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন কি না, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, তথাপি তোমাকে নিষ্ঠা করিয়া তাহাতেই মনার্পণ করিতে হইবে। আর গুরুর পূজা করিলে গুরু সন্তুষ্ট হইলেন জানিয়া তোমার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে, তোমার নিষ্ঠা আপনি আসিয়া যাইবে, এই জন্যই গুরু-পূজার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার গুরুর প্রতি ভক্তি আছে, যাহার গুরুর প্রতি অচল বিশ্বাস আছে, তাহাকে ভগবান সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। যদ্যপি কাহারও সদ্‌গুরু লাভ হইয়া থাকে, যদ্যপি কাহারও ভগবানের কৃপায় "গুরু ভগবান্" এ বোধ হইয়া থাকে সেই ব্যক্তিই গুরু-মাহাত্ম্য বলিতে পারে। গুরু ভগবান, ইহা শাস্ত্রবাক্য। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর—"গুরুগীতা"।

কে কার গুরু, এক ভগবানই সকলের গুরু। চাঁদামামা সকলের মামা। গুরু ভগবান, ইঁহাকে মনুষ্য বলিয়া ধারণা করাই দোষ।

ভগবান স্বয়ং গুরুতে আবির্ভূত হইয়া দীক্ষা প্রদান করেন, সুতরাং যে শক্তিধারা দীক্ষিত হইলাম, তাহা ভগবানের শক্তি, ভগবানই দীক্ষা প্রদান করিলেন, এইরূপ ভাব মনে আনিলে গুরু—ইষ্ট এক বুঝিতে সন্দেহ আসিবে না। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, গুরু ইষ্ট এক জ্ঞান করিবার উদ্দেশ্য কি? যিনি বুঝিতে পারেন ভগবানই তাঁহার গুরু, স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার সেই দীক্ষা গ্রহণের পর আর কোন কর্ম্মই থাকে না। কেন না তিনি ভাবিতে থাকেন যে আর আমার ভাবনা কি, আমাকে ভগবান কৃপা করিলেন। যে ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়, সে ত মুক্ত। সুতরাং আমি মুক্ত হইয়াছি, ভগবান যখন আমার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর আমার বন্ধন কি? আমার ত ভগবান দর্শন হইয়াছে, মনুষ্য জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা ত আমার লাভ হইয়াছে। ভগবান যখন কৃপা করিয়া আমাকে নিজমুখে মন্ত্রশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন ভগবান দর্শন ত হইয়াছেই, এতদ্ব্যতীত ভগবানের সহিত কথোপকথন, তাঁহার বাক্য শ্রবণ, তাঁহার পবিত্রদেহস্পর্শ, সকলই ত আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তবে আর আমার সাধন বা কি এবং ভজন বা কি? এক্ষণে তাঁহার সেবাই আমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। আর আমার তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজন কি? তীর্থভ্রমণ করিয়া কি করিব, যে উদ্দেশ্য লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে যাইব, তাহার চরমলক্ষ্য ভগবান লাভ। সুতরাং তাহা যখন এ জীবনে সঞ্চিত হইয়াছে, তখন আর হেলায় এ জীবন না কাটাইয়া ভগবানের সেবায় জীবন অতিবাহিত করা উচিত। তাই গুরুগীতায় আছে—"গুরু সেবা পরম্ তীর্থং, অন্য তীর্থমনর্থকম্। সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্গুরোশ্চরণাম্বুজম্॥" গুরুর কৃপায় যাহার এই অবস্থা লাভ হইয়াছে, সে ধন্য! পাঠক! যদ্যপি গুরুভক্তি লাভ করিতে চাও, তবে মহাত্মা রামচন্দ্রের জীবনালোচনা কর। এই ঘোর অবিশ্বাস-

প্রধান কলিযুগে যদ্যপি বিশ্বাসের জ্বলন্তমূর্ত্তি দেখিতে চাও, যদ্যপি গুরুভক্তের মহান্ আদর্শ দেখিতে চাও, তবে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ বিশ্ব-প্রেমিক ভক্তাবতার মহাত্মা রামচন্দ্রকে দেখ। যাঁহার কথা স্মরণ করিলে গুরু ইষ্ট এক জ্ঞান হইবে, যাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্ব্বসাধারণকে বিলাইবার জন্য যাঁহার এ ভবে ভক্তরূপে আগমন, যাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় অনুভব করিবে যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত ভগবান এক বলিতেন, তাহার সত্যতা যথার্থই যিনি দেখাইয়াছেন, সেই প্রেমভক্তির উজ্জ্বল আদর্শ জনকোপম মহাত্মা রামচন্দ্রকে কোন্ শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত না গুরু বলিয়া স্বীকার করিবেন? স্বীকার করুন বা নাই করুন, মহাত্মা সে স্থান অধিকার করিয়াছেন। মহাত্মাই সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেম জনে জনে বিলাইবার বন্দোবস্ত করিয়া সেই উচ্চস্থান আপনি অধিকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ-লোকে রামচন্দ্র গুরুস্বরূপ। এই জ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, তাঁহার আর গুরু ইষ্ট এক ভাবিবার কোন সন্দেহ আসিবে না। তাঁহার সন্দেহ আপনিই পলাইবার পন্থা দেখিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে। তখন হৃদয়ে ঠিক ঠিক অনুভব করিবে, "মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ, মন্নাথ শ্রীজগন্নাথঃ।" তখন বাস্তবিক মনে কোন অশান্তি আসিবে না, এই সংসারে যথার্থ সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিবে, জীবন্মুক্ত হইবে। ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন "রামের সংসার নহে—আমার সংসার।"

বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দিবে। যাঁহাকে দশ জনে মানে গণে, তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে। চাই শ্রদ্ধা। গীতা ১০—৪১।

অন্যকে বোঝাতে হলে চাপরাশ চাই। নিজের জন্য কেবল গুরুবাক্যে বিশ্বাস। বিশ্বাস আবার অন্ধ ও চোখওয়ালা কি? পিতা চিনিতে মা'র কথায় বিশ্বাস ছাড়া আর কি

উপায় আছে? চাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস। ব্রহ্মশক্তি অভেদ। জয় শ্রীগুরুদেব!!!

গুরুর কথা বিনা বিচারে পালন করা উচিৎ। আগে হাতে খড়ি পরে-রামায়ণ পাঠ। বীজ পুতিলেই কি ফল হয়?

গুরু-মহারাজকে মাথার উপর রাখি আর সমস্ত পৃথিবী—পায়ের তলায়।—স্বামী যোগবিনোদ। "জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে—এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।"—বীর বিবেকানন্দ।

ঠাকুরের কার্য্য তিনিই করাইবেন, গুরু-মহারাজ মাথার উপর আছেন জানিয়া কাজ করিয়া যাইবে, কোনও ভয় নাই। তাঁহার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই পাইবে।
—স্বামী যোগবিনোদ।

"Heart within and God over head."

"গুরুর কথা না শুন কানে, প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচ্‌কা টানে।"

গুরুর আদেশ যখনি মনে পড়িবে তখনি পালন করিবে। শুভস্য শীঘ্রং।

সতীর পতির জন্য, মা'র সন্তানের জন্য এবং কৃপণের ধনের জন্য যেরূপ টান—সে টান ভগবানের জন্য হইলেই তিনি দেখা দেন।

ভগবানের জন্য সত্যের জন্য প্রাণটা যাবে, একি বড় কথা! ঠাকুর কর্ত্তা। সাত কর্ত্তা হইলেই গোল। লক্ষ্য ঠিক রাখিও। নিজের Principle (জীবনের উদ্দেশ্য) ত্যাগ করিও না। শুভস্য শীঘ্রং। Now or Never.

If the whole world stands against me I will fight for my own principle……দূর কর নারী মায়া!"

ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।

আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া ॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।

Greatest Sin Is Fear. ভয়ই মহাপাপ, মাভৈঃ।—Vivekananda. উপায় অনন্ত, উদ্দেশ্য এক। আগে জীবনের লক্ষ্য স্থির কর। লক্ষ্য কি ? সত্য বা ভগবান লাভ, আনন্দময় বা আনন্দময়ীকে লাভ। "Arise, Awake and Stop not till the goal is reached." "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" এগিয়ে যাও শনৈঃ পন্থাঃ। যত মত—তত পথ। গীতা ৬-২৫, ৪-১১।

সকল মানুষ, মানুষ নয়—কেবল মানুষের ছাপ।
কারুর পেটে বাঘ ভাল্লুক কারুর পেটে সাপ।

মানুষ মনেই বদ্ধ—মনেই মুক্ত। যার হুঁস্ আছে সেই মানুষ। মানুষের যেদিন হইতে হুঁস হয় যে, সে বদ্ধ, সেক্ষণ হইতে সে মুক্তির পথে যায়। একদিনে কি সেতুবন্ধ হইতে হিমালয়ে যাওয়া যায় ? কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্ম কাটে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছা থাকিলে কি কেউ পেঁড়োর মন্দিরে যায় ? যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে। গীতা ১৮-৪৮।

বামুনের ছেলে হ'লেই বামুন হয় না, গুণ ও কর্ম্ম চাই। গুণে জগৎ পদানত হয়। ধর্ম্ম ও প্রেমের বলে জগৎ জয় হয়, গায়ের জোরে কদিন ? আমি ধর্ম্মবলে ইংলণ্ড জয় করিব—বিবেকানন্দ।

সময় না হ'লে কোন কাজই হয় না। ব্যস্ত হচ্চ কেন ? সয়ে থাক। যাঁর দুনিয়া, তিনি কি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্চেন ! নির্ভর কর, তিনিই কর্ত্তা। গীতা ১৮-৬৬।

মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, ভগবানের ইচ্ছাই ইচ্ছা। "Thy will be done!"

ভাবের ঘরে চুরি করিও না—মন মুখ এক করিও। লোককে ঠকাইও না। পাটোয়ারী বুদ্ধিতে হয় না, তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। ভগবান তোমার ধন দৌলৎ কিছুই চান্ না, দেখেন কেবল "মন"টী।

লোকে নাম যশঃ লইয়াই মত্ত, ভগবানের জন্য পাগল হওয়া চাই। কেউ কামিনী কাঞ্চনের জন্য পাগল, কেউ বা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার জন্য পাগল। যাঁর রূপের রেণুর রেণু লইয়া রমণীর রূপ, না জানি সেই জগন্মাতার কতরূপ! নিবিড় আঁধারে মাগো চমকে অরূপ-রাশি।

যে ধর্ম্মপথের কণ্টক তাহাকে কালসর্পের ন্যায় ত্যাগ করিবে। প্রহ্লাদ পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও ধন্য। বার বার গীতা গীতা বলিলে ত্যাগী ত্যাগী হয় যেমন মরা মরা করিতে করিতে রাম রাম আসে। গীতা অর্থে ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ—আত্ম-সমর্পণ। মানুষে যখন আর হালে পানি পায় না তখনই হে ভগবান রক্ষা কর! তবু যদি কবে মর্‌বে জান্‌তো! কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্। সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—নান্য পন্থা, অন্য গতি নাই। গীতা ১৮—৬২, ৬৫, ৬৬।

দেহটাত হাড়মাসের খাঁচা—নরকস্বরূপ, রূপ বা জ্যোতি কাহার? দেহ অনিত্য, রূপময়-চৈতন্যই নিত্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ নিত্যপতি! ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনঃ তিষ্ঠতি। গীতা ১৮-৬১।

এম্‌নি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা বুঝতে পারে!

ভগবানের শক্তিকে মায়া বলে। মা'র দয়া হইলেই মায়া মা'র কাছে কাঁধে করিয়া লইয়া যায়। গীতা ৭-১৪।

ভগবানের উপর জোর কর্ব্বে—দয়া কর্‌বিনি শালা—আমি কি

সৃষ্টি ছাড়া? ভক্তির তমঃ চাই—মা ছেলেকে দেখবে না ত কে দেখবে?
—ও পাড়ার বামুন্‌রা!

সিন্ধু-ভৈরবী—জলদ একতালা।

ডাক্‌লে তুমি অমনি শোন, অম্‌নি তুমি কাছে এস।
আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস॥
শুনেছি, দুনিয়া তোমার, তুমি বল তুমি আমার,—
আমায় তুমি খেলতে ডাক, আমার কাছে কাছে থাক,
আমি তোমায় দেখে হাসি, তুমি আমায় দেখে হাস॥ গিরিশচন্দ্র।

শিশুর ন্যায় সরল হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসে, যুগাবতার রামকৃষ্ণনাম লয় (গীতা ৮-১৬)। সমস্ত ভোগ শেষ হ'লে তবে যোগ—এমন কি রাজত্ব পর্য্যন্ত ভোগ না হ'লে ত্যাগ আসে না। অনিত্যের বাসনা ঘুচ্‌লে তবে নিত্যানন্দ লাভ হয়। একবার ওলামিছরির স্বাদ পেলে কি কেউ আর চিটেগুড়ে ভোলে? ভগবান অমৃতস্বরূপ এবং কামিনী কাঞ্চন চিটেগুড়—আপাত মধুর, শেষে পা জড়াইয়া প্রাণ যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষও সেইরূপ। পুরুষের আদর্শ—ভীষ্ম, অর্জ্জুন, শঙ্কর, নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীগান্ধি প্রভৃতি। স্ত্রীলোকের আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, মীরা, করমেতি, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-দিদি, শ্রীশ্রীগৌরী মা নিবেদিতা, বেসাণ্ট প্রভৃতি। নরঃ নারায়ণো ভবেৎ।

ঠাকুর কে?—সম্ভবামি যুগে যুগে। গীতা ৪-৭।

ভবে ভ্রান্ত অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর—অজ্ঞান আঁধারে,
সত্য-তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর, অসহায় বুদ্ধিবলে নারে;
তর্ক দ্বন্দ্ব শাস্ত্রের বিচারে সন্দেহ উদয় বারে বারে;

দিতে স্নিগ্ধ পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া
ঐক্য জ্ঞান প্রচার সংসারে।
মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুচে সন্দ, বিশ্বাস সঞ্চারে।

* * * * *

মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পরশে,—ভোগে তৃণ জ্ঞান,
প্রেম ভ্রমে কামরসে আর নাহি রসে, দুঃখ সুখ নেহারে সমান,—
ঠেলে পায় ধন-জন-মান, আত্মতত্ত্বে নিয়োজিত প্রাণ,
বিবেক হৃদয়ে ফোটে, বিষয়-বন্ধন টোটে,
বৈরাগ্য-আলোক দৃশ্যমান,
আত্মা হেরে আপনারে—নহে অনুমান।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ"—গিরিশচন্দ্র।

শালা একি ঢ্যামনায় কামড়েছে? জাত সাপে; বাসায় গিয়ে মর্‌বে। আমার হাতে লাটাই আছে কোথায় যাবে? বড় জোর তিন ডাক্ ডাক্‌বে, তারপর চুপ! পাতে লুচী পড়লেই সুপ্ সাপ্ গুপ্ গাপ্।

যে কেউ ধর্ম্ম বা শান্তিলাভের জন্য এখানে আস্‌বে, ওগো বাবুরা মাইরি বল্‌ছি, তার বাসনা পূর্ণ হবেই হবে।

গীতা ১৮-৫৫, ৬৫, ৬৬।

এলে গেলেই হবে। হে জীব শরণ লও। গীতা ১৮-৬২।

ভালবাসা, শ্রদ্ধা প্রাণের জিনিস্, ইহা কাহারও অনুরোধে উপরোধে হয় না। প্রাণের সহিত একবার ভগবানের নাম করিলেও ঢের। ঘটে ঘটে নারায়ণ, যা কিছু কর না কেন, তাঁর সেবা করছ মনে করে কর, তাঁহার একাংশে এই জগৎ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থিত। তোমার মন নিয়ে কথা। তিনি ভাবগ্রাহী। গুরুরেব জগৎ, জগদেব গুরু। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর—যে ভাবে তোমার ভাল লাগে। আগে সকাম ভক্তি, তারপর নিষ্কাম। আগে ভোগ পরে যোগ কিন্তু—

ভোগে রোগ ভয়ং, কুলে চ্যুতিভয়ং, বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ম্।
মানে দৈন্য ভয়ং, বলে রিপুভয়ং, রূপে জরায়া ভয়ম্॥
শাস্ত্রে বাদি ভয়ং, গুণে খলভয়ং, কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ম্।
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥

সকল বস্তুতেই ভয়, কেবল একমাত্র বিষয়বৈরাগ্যেই অভয়। মা অভয়ার শরণাগত হইলে কি আর ভয় থাকে? তখন, "ভয়েরে ভয় দেখায়েছি।"

ছুঁয়োনারে শমন আমার জাত গিয়েছে,
যে দিন কালী সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে। * * * *

যে ঈশ্বর বিশ্বাসে তালগাছের উপর হইতে হাত পা ছাড়িয়া পড়িতে পারে, সেই পাকা সন্ন্যাসী, সেই ঠিক ঠিক ত্যাগী। যে মাগ্ সুখ ত্যাগ করেছে সে জগৎসুখ ত্যাগ করেছে। জন্ম জন্ম ভোগের পর সংন্যাস অর্থাৎ সম্যক প্রকারে অনিত্য বিষয়-সুখ ত্যাগ। সে জানে—ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। গীতা ৫-৩; ১৫-৫।

সুখের স্বপন যার ভেঙ্গেছে সে আসে ফকীরের ঘরে॥
ফকিরী নয়ত তারি মন নহে যার আপন করে॥ গিরিশচন্দ্র।

শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া,
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ।

রাঙ্গাফলে ভুলাওনা মা আমায় এবার আর,
খাইয়ে দেখেছি তারা নাহি যে কোন সুতার,
সে যে পূরিত গরলে খাইলে কুফল ফলে,
খেলে জ্ঞান হারাই তোমারে ভুলে যাই,
মা হ'য়ে সন্তানে মাগো কাঁদাওনা আর জননী।"

তুমি শক্তির বড়াই কর—শক্তি তোমার না তাঁর?

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

সার সত্য,—সকল সময়, সকল ধর্ম্মেই সহজ। সব শিয়ালের এক রা। অপ্রিয় সত্য বলিও না। সর্ব্বং অত্যন্তং গর্হিতম্। গীতা ১৮-৪৮, ১৭-১৫, ৬-১৭।

মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায়গো জানা, সে দু'এক জনা।
রসের মানুষ—প্রেমের মানুষ উজান পথে করে আনা গোনা॥

যে গুরুভক্ত শিষ্য ইসারায় গুরুর ইচ্ছা বা আজ্ঞা বুঝিতে পারে সেই গুরুসন্তোষ লাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হয়। "গুরু মিলে লাখ্ লাখ্ চেলা না মিলে এক্।"

মানুষ গুরু নহেন, গুরু মানুষ নহে। মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কাণে—জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। গুরুর কৃপায় মনই গুরু হয়। মন—তোর।

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হ'ল।
একের (মনের) দয়া না পেয়ে জীব ছারে খারে গেল॥"

মন তোমার পায়ে পড়ি যা বলি তাই শোন।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি। গীতা ১০-২২।

ভগবানের নাম করিতে করিতে আপনিই প্রাণায়াম হইয়া যায়। ধর্ম্ম প্রাণের আরাম। নাম করিতে করিতে পুলকে রোমাঞ্চ হইলে—ধন্য।

গেরুয়া দেখলে প্রণাম কর্‌তে হয়। ধর্ম্মের ভাণও ভাল। স্বল্প মপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। গীতা ২-৪০। কালাপেড়ে ধুতি ও পম্পসু পর্‌লে চুম্‌কুড়ী দিতে ইচ্ছা হয়। গয়ানহাটা আর গঙ্গাতীর কি সমান! সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ। গীতা ২-৬২, ৬৩।

গেরুয়া কাপড় গুরু দেন, গেরুয়া যেন পাহারাওয়ালা, উহা জ্ঞানের-স্বরূপ।

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে
মন তুমি দেখ আর আমি দেখি—আর যেন, কেউ না দেখে,
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে (মাঝে মাঝে)
কুরুচী কুমন্ত্রি যত নিকট হ'তে দিও নাক,
জ্ঞানেরে প্রহরী রেখ সে যেন (খুব) সাবধানে থাকে।

জ্ঞান সদরে—ভক্তি অন্তঃপুরে, শুদ্ধ-জ্ঞান ও শুদ্ধা-ভক্তি সমান। জ্ঞান হলেই ভক্তি শ্রদ্ধা হয়, ভক্তিতে জ্ঞান পাকে। তাঁহার ইচ্ছায় সকলি সম্ভব—তাও বটে—তাও বটে, এও হয় ওও হয়। কভি গাড়ি পর্ নাও—কভি নাও পর্ গাড়ি। অহঙ্কারের বাদ্‌শা হইও না।

"নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ।" গীতা ৪-৩৯, ৩৪।

পাশ বদ্ধ জীব আর পাশ মুক্ত শিব। পাশ—মোহ বা মায়া। অনিত্য বিষয়ে মোহমায়া হইলেই নাগপাশে বদ্ধ; সেই মোহ মায়া মা'র দিকে মোড় ফিরিলেই মহামুক্তি। মা তখন ক্রোড়ে লইয়া সকল বাঁধন কাটিয়া দেন। জয় রামকৃষ্ণ।

ভগবানের দয়া না হইলেই কিছু হয় না; কোন দিকে যাবে? শরণা-গতিই জীবের একমাত্র গতি। তিনি আদর করিলে সবাই আদর করে।

"সবাই স্বাধীন আপন ভাবে"—"Each is great in his own sphere." যেমন ভাব্ তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়।

ভগবান যাকে Leader (নেতা) করেন—সেই হয়। তিনি "তাঁর কপাল ফলকে লিখিয়া দেন" তাই সকলে তাঁকে মান্‌তে বাধ্য হয়—"আমি বামুন" বলিয়া পৈতা দেখাইলে কি কেউ মানে! বিষ নেই কুলো পানা চক্র। তিনি যাকে চাপরাশ দেন সকলেই তার কথা নেয়। হিংসা কর্‌লে নিজেরই ক্ষতি! সবাই কি গিরিশ ঘোষ হয়? গিরিশ ঘোষ একটা বই ছুটো নয়! যো শীরদার ওহি সর্দার।

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥ গৌতম সংহিতা।
গীতা—৪-১৩; ১৬-১,২,৩; ১৮-৪২,৫৪,৫৫। ব্রাহ্মণ কখনও শ্ববৃত্তি করিবে না।

যে যা চায় তিনি তা'কে তাই দেন। কাঠ খাও আঙ্গরা হাগ্‌বে। ভগবান কল্পতরু। তাঁর নিকটে সাবধানে প্রার্থনা করতে হয়। হে প্রভু! তুমি মঙ্গলময়, যাতে মঙ্গল হয় তাই কর। তাঁর দায়। "রাখ্‌তে রাঙ্গা পায়, নাথ তোমারি ত দায়"—"আমায় পতিত বলে লও হে তুলে তোমারি ত দায়"—ঠাকুরের নামামৃত।

সকল মঙ্গলালয় পূর্ণ বিরাজিত প্রেমের আধার,
নির্ব্বিকার হর্ষ শোচ বাসনা বর্জ্জিত জ্ঞানদীপ্ত মূর্ত্তি মহিমার;
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার, নির্ম্মল—অনিল স্পর্শে যাঁর,
উজ্জ্বল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি,
চরণে হরণ ধরা ভার,
শরেণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার।
"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ"--গিরিশচন্দ্র।

কারও প্রাণে কষ্ট দিলে তাঁর ব্যথা লাগে। ভক্ত কে? গীতা ১২ অঃ দেখ।

মাছি কখন ফুলের মধুর লোভে ফুলে বসে কখন পচা ঘায়ে বসে কিন্তু মৌমাছি মধুছাড়া খায় না। ভক্ত মৌমাছির জাত। চালুনী ভাল ফেলে মন্দ রাখে, আর কুলো মন্দগুলি ফেলে দিয়ে ভাল রাখে। সজ্জন কাহারও অপরাধ লন না—দোষ দেখেন না। কলির জীব অন্নগতপ্রাণ।

অন্নচিন্তা চমৎকারা কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা। এমনি "পেটের-দায়"। আগে ভোজনানন্দ পরে ভজনানন্দ। স্বধর্ম্ম পালনে শ্রীবৃদ্ধি হয়।

"ভালা মিল্ যায় সদগুরু ভালা বাৎলা দেয় যুক্ (যুক্তি)

হাস্‌তে খেলতে বাৎলাতে শিষ্য হো যায় মুক্ত্‌”—তুলসীদাস।

কাম—সকাম, প্রেম—নিষ্কাম, অহৈতুকী। দেহের প্রতি ভালবাসা—কাম, প্রাণের প্রতি ভালবাসা—প্রেম। প্রেমে প্রেমময় বদ্ধ হন। প্রেম ভগবান্‌কে বাঁধ্‌বার দড়ি।

কথায় চিঁড়ে ভেজেনা, প্রেমে অসাধু সাধু হয়, বনের পশুও বশ হয়।

মনে কোরোনা তুমি নইলে ঠাকুরের কাজ চল্‌বে না। ভাঙ্গিও না—গড়িও। অহঙ্কারের মূর্ত্তিবিশেষ হইও না। অহং—কার? “আমি”—কার? আমি না তিনি! “তুমি” কে বাপু? “হাম্—হাম্”—এর দুর্দ্দশার সীমা নাই—শেষে তুঁহুঁ তুঁহুঁ। অহঙ্কারের বাদ্‌শা হইও না। “আমি” ম’লে ঘুচায় জঞ্জাল।—গীতা ১৮—৫১, ৫২, ৫৩।

রামকৃষ্ণ-গীত।

শ্যামা মা কি কল করেছে—কালী মা কি (এক) কল করেছে।
এই চোদ্দপোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে॥
আপ্‌নি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায়, ধরি কলের ডুরি,
কল বলে আপ্‌নি ঘুরি,—জানে না কে ঘুরাতেছে।
যে—কলে (দেহ্‌কলে) চিনেছে তাঁরে, কল হতে হবে না তারে।
কোন কলের ভক্তি-ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববশে রয়।
কমল বলে কালী গেলে, কেউ না যায় সেই কলের কাছে॥

* * *

যব্‌ দম্‌ গুজরি তব্‌ দুনিয়া গুজরি।—ওয়াজিদ্‌আলি সা।

দেহরূপ কলে প্রাণরূপ কালী বিরাজ করিতেছেন। প্রাণই ভগবান। জীবের প্রাণই চৈতন্য বা আত্মা। “প্রাণরূপেণ সংস্থিতা”। দেহ

খাঁচা—প্রাণ পাখী। Not soul towards matter but matter towards soul.—Vivekananda. ওঁ তৎ সৎ ওঁ—Thou art that.

কথায় ও কাজে এক হওয়া চাই। আগে কাজ—পরে কথা। গীতা ৩—২১, ২৬। কাজ করে—"মন"। গীতা ৩—২৭। মন নারায়ণ, মনের অগোচর কিছুই নাই। গীতা ১০—২২। ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি।

রাজা ভগবানের প্রতিনিধি। মুনিরাও রাজাকে কর দিতেন। নরানাঞ্চ নরাধিপম্। গীতা ১০—২৭। ভগবান যা'কে রাজা করেন বা বড় করেন সেই বড় হয়। হিংসা করে কখন বড় হওয়া যায় না। ধর্ম্ম-বলে ইংলণ্ড জয় করিব "প্রেম—প্রেম মাত্র ধন।"—বিবেকানন্দ।

স্বধর্ম্ম কিনা আত্মধর্ম্ম—বিবেক বৈরাগ্যের ধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম; পরধর্ম্ম—ইন্দ্রিয় বা রিপুর ধর্ম্ম। যাহা সত্য তাহাই স্বধর্ম্ম—সত্যধর্ম্ম।

গীতা ৩—৩৫ ; ১৮—৪৭।

মা ছেলের হাত ধরিলে, ছেলে পড়েনা—তেমনি ভগবান হাত ধরিলে আর বেতালে পা পড়ে না। ভালর একটুও ভাল। গীতা ২—৪০।

সমস্ত জগৎ একদিকে আর তুমি একদিকে—ভগবানের জন্য, সত্যের জন্য। মনে কুভাব অসত্যভাব এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে "আমি" ম'লে ঘুচায় জঞ্জাল। মুক্ত হ'ব কবে?—"আমি" যাবে যবে মনে কোরোনা এর পর আর গাঁ নেই। অহংবুদ্ধি—মতুয়ার বুদ্ধি। থা না দিলে গড়ন হয় না। ঠগ্ বাছতে—গাঁ উজড়। সবাই কি মনে মতন হয়? মনের মতন করে নিতে হয়। পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান একি রামরাজত্ব! Expansion is Life. Contraction i Death—Vivekananda. নিরহঙ্কার হইয়া কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মফলে ভাগী হইতে হয় না। ভগবানের কৃপায় ভগবানকে পাওয়া যায়। এ সাধে সব্ সাধে। একটা ভাত টিপ্‌লে হাঁড়ির ভাত জানা যায়।

"ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্ম্মকথা বলি কাকে?"

অনিত্য সুখের জন্য সকলে ভগবানকে ডাকে; ভগবানের জন্য ভগবানকে কে চায়? কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরুলে পাজী; তখন মা, ফড়িং ধরে খাও! স্বার্থসিদ্ধির আশায় কাহারও সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই পূজার আয়োজন। কিন্তু রক্ত দেখিয়াই ভয়ে অস্থির! ভয়, অবসাদ কাপুরুষতার লক্ষণ। প্রেমে মানুষকে নির্ভীক করে।

"কে তোমারে জান্‌তে পারে, কে তোমারে চিন্‌তে পারে—
প্রভু তুমি না চিনালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে॥"—মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ।

"ভালবাসিবে বলে ভাল বাসিনা, আমার স্বভাব এই
তোমা বই আর জানিনা।"—নিধুবাবু।

I cannot trade in Love.—Swami Vivekananda.

সন্তানভাব খুব সরল ও সহজ, কোন ভয় নাই—অন্যান্য পেছল্ পথ। ঠাকুর! আমি না তুমি? কখন মনে হয় তুমিই "আমি"! তোমার কৃপায় তোমারে পায়, নাইত আর উপায়।—ঠাকুরের নামামৃত।

চন্দ্র যদি জলধিরে করে আকর্ষণ,
পারে কি রাখিতে আহা! বালির বন্ধন।—নবীনচন্দ্র।

লোকলজ্জা সৎকর্ম্মের কণ্টক। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন্ থাকৃতে নয়। লোক্—পোক্। যাঁহা মুস্কিল—তাঁহা আসান। বিপদভঞ্জন মধুসূদন।

যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়। গীতা ৮—৫,৬।

"বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর।" বিশ্বাস—ঈশ্বরলাভের খেই।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুকৃপা না হইলে কিছুই হয় না। গুরুকৃপাহি কেবলম্। তখন "লত্রি ভেল্কি লাগ্।"

মনের চোখে রূপ দেখে যে মনের মানুষ হয়।
নইলে চোখের দেখা জলের লেখা ক'দিন সমান রয়॥—গিরিশচন্দ্র।

ঠাকুর-গীত।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্ খুঁজ্‌লে, পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্‌বে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥"

যে ভগবান্‌কে চায়—ধর্ম্মধনে ধনী, সেই রাজ রাজেশ্বর—মহারাজ; চৈতন্যের মহারাজ, জড়ের নহে; তাই সাধুদের মহারাজ বলে। জড়দেহ আজ আছে কাল নেই। দেহটা ত খোল্‌টা। হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজ ক'চ্চেন। "রামলক্ষ্মণ বুকে আছে—ভয়টা আমার কি?"

দেহ জানে দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।

এমন ঘরে যাও যেখানে যাইলে আর ঘরে ঘরে ঘুরিতে হইবে না। ভগবানের ঘর—তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়। তিনিই একমাত্র 'নিবাস'।

গীতা ৯-১৮, ১০-১২।

যো যাকু শরণ লিয়ে, সো রাখে তাকু লাজ্।
উলটু জলে মছ্‌লী চলে, বহি যায় গজরাজ্॥—তুলসীদাস।

"গুরু গুরু জপ্ হায়, এহি পূরা তপ্ হায়। গুরু—দয়াল।" মৌনীদাস।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রিপুগণের সহিত যুদ্ধই জীবন,—আজীবন সংগ্রাম, যে আশ্রমেই থাক না কেন? Life is a life-long struggle.

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক্ তোমা।
চূর্ণ হ'ক স্বার্থ-সাধ-মান হৃদয় শ্মশান—নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

মানবজীবন নহে ঝটিকা আগার।
নিরাশার মেঘমালা মন্দ্র বেদনার॥—নবীনচন্দ্র।

মানুষকে ঠকান যায়—ভগবানকে ঠকান যায় না ; তিনি সকলের চেয়ে বেশী চালাক, তিনি নটবর—রসিক-শেখর। ভগবান রস-স্বরূপ।

ত্যাগ কি ?—স্বার্থ-ত্যাগ ; স্বার্থ কি ?—অনিত্য বস্তুতে মোহ। প্রেমরূপ হরিরস ছাড়িয়া জীব মোহমদিরা পানে উন্মত্ত হইয়াছে। প্রেম-রসে মাতোয়ারা হও—নেশা ছুটিবে না—খোঙারী ধরিবে না।

ঠাকুর-গীত।

(ব্রহ্মময়ী গো) আমায় দে মা পাগল করে,
কাজ নেই আমার জ্ঞান বিচারে।
তোর ঐ মা নামের সুরা পিইয়ে কর্ মা মাতোয়ারা—
ওমা ভক্ত-চিত-হরা আমায় ডুবাও প্রেমসাগরে॥
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দভরে।
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য, হায় কবে
হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেম্নি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝ্তে পারে ?
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি, প্রেম ধনে কর-
মা ধনি, কাঙ্গাল প্রেম-দাসেরে॥

কথাটা হচ্চে এই ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। ব্যাকুল হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। মানুষ রিপুর বশেই অধীন, নচেৎ স্বাধীন। রিপু কি ?—যাহা প্রাণের ঈশ্বর ভগবানকে—সত্যকে ভুলাইয়া দেয়—তাহারাই পরম শত্রু, তাহারাই কাফের্—তাহারাই শয়তান্। গীতা ৩—৩৭।

ভগবানের শরণ লইলে রিপু মিত্র হয় ; কাম—ভগবানকে চায়, ক্রোধ—ভগবান লাভ হইল না বলিয়া আত্মধিক্কার দেয়, লোভ—তাঁহার শ্রীচরণামৃত লোভ করে, মোহ—তাঁহার প্রেমমোহে মগ্ন হয়, মদ মাৎসর্য্য—আমি তাঁর দাস, সন্তান, গোলাম বলিয়া অভয়ানন্দ লাভ করে।

প্রভু! বিনা অনুরাগ কোরে যজ্ঞ যাগ—তোমারে কি যায় জানা!

গুরু কর্ত্তা ও বাবা এই তিনটী কথায়, আমার গায়ে কাঁটা দেয়; ভগবানই কর্ত্তা, পিতা, মাতা; প্রাণেশ্বর ও গুরু। তিনিই মা তিনিই মালিক্। চাঁদা মামা সকলেরই মামা। গীতা ৯—১৮।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।

ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥ পাণ্ডব গীতা।

ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ ক'রতে হ'লে স্ত্রীমাত্রকেই গর্ভধারিণী বলে জ্ঞান ক'রতে হবে, আর স্ত্রীরা পুরুষদিগকে সন্তানের ন্যায় দেখবে। যে পর্য্যন্ত এই প্রকার মনোভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হবার উপায় নাই। স্ত্রী পুরুষ ভাব ত জগতের জীবভাব, দেবতাদেরও কি তাই? মাতৃভাবে উপাসনা করে যে অবস্থায় আনন্দ উথ্‌লে ওঠে, তাহাকে "রাধাভাব" কহে। মাতৃভাব মধুরভাবের চরম; মধুর—মধুর। মহাত্মা রামচন্দ্র প্রণীত "লীলামৃত" নাটক। "ঠাকুরের সকল সন্তানই বিশ্বাস করেন যে, বিবাহের চরম পরিণতি মানবের নিজ স্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি; ইহার অর্থ এই যে, উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে হয়।"

ফোঁস্ রাখিও—কামড়াইওনা।

মানুষ যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী। দেহ ঘরস্বরূপ, তিনি ঘরণী, দেহরথের সারথী—রথী। মানুষ অহং-বুদ্ধিতে অশান্তি পায়। 'মন'টীও যে তিনি, মন নারায়ণ। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি। গীতা ১০—২২।

যখন যেভাবে প্রভু রাখিবে আমারে—
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে।
রাখ তরুমূলে—কিম্বা রত্নবেদী পরে॥

দেবতার স্থানে, সাধু, রোগী ও বালকের নিকট শুধু হাতে যাইতে নাই। নিদেন এককুচী সুপারিও লইয়া যাইতে হয়। গীতা ৯—২৬। অগ্রভাগ—ভগবানের। গীতা, ৩—১২।

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব এই তিনের দয়া হ'ল।

একের (মনের) দয়া না পেয়ে জীব ছারেখারে গেল॥

মন কে? গীতা ১০—২২। হে অর্জ্জুন তুমিও "আমি"। গীতা ১০—৩৭। যো করে সো হর্ করে, হোত্ কবীর কবীর।

নাম ও রূপ লইয়াই গণ্ডগোল। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। জয় রামকৃষ্ণ!!! উপাধি নয় মহা-ব্যাধি।

তুঁঝে ম্যয়নে দিল্‌কো লাগায়া, যে কুছ্ হায় সো তুঁহি হায়।—জাফর।

নাহং নাহং—তুঁহু তুঁহু, আমি নয়, আমি নয়, তুমি, তুমি।

"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে! প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর,—প্রস্তুত সতত সাধিতে তোমার কাজ।"—বিবেকানন্দ।

ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা।—কবীর।

ম্যয় হর্‌কা কুত্তা হুঁ।—মহাত্মা লালনদাস।

The soldier has no right to murmur—but to obey. No reason—Why? First learn to obey—then command.—Vivekananda. বাণী তুমি—বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।

এ সংসারে ডরি কারে—রাজা, যার মা মহেশ্বরী!—শ্রীরামপ্রসাদ।

"Love is life, hatred is death." ঘৃণাই মৃত্যু, ভালবাসাই জীবন।" কাহাকে ঘৃণা করিবে ভাই? গীতা ১৩—২৭, ২৮; ৫—১৮।

বিশ্বাস কর, কোন চিন্তা নাই, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কখন মিথ্যা হইবার নহে।—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

Let me born again and again and suffer thousands of miseries so that I can worship the only God—the only God that exists—my God—the poor, my God—the wicked—the down-trodden of all races, castes or creed. I am ready to go to hundred thousand hells to serve others. Life is short, the Vanities of the world are

transient, he alone lives who lives for others ; the rest are more dead than alive.—Vivekananda. Give all to the poor and follow me ; Love thy enemies.—Christ.

গীতা ৬—৯ ;

ভিক্ষুকের কবে বল সুখ, কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেম সিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
—দাও দাও যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হ'য়ে যান।
ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি, কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।—বীরবাণী।

গীতা ৫-১৮ ; ৬-৩০, ৩১, ৩২ ; ৭-১৯ ; ১৩-২৭, ২৮ ; ১৭-২০।

Have you love ?—you are Omnipotent. Are you perfectly unselfish ?—you are irresistible.—Swami Vivekananda.

নিস্বার্থ কর্ম্মযোগীর গতি কে রোধ করিতে পারে—কাহার সাধ্য !

ভগবান তিন বার হাসেন,—যখন ভা'য়ে ভা'য়ে জমী ভাগ করে, যখন এক রাজা অন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং যখন ডাক্তার বলে "এ রোগীকে আমি বাঁচাইব।"

গাভী জগতের মাতা ও লক্ষ্মী স্বরূপিণী। মনুষ্য মাত্রেরই সর্ব্বতো ভাবে গোরক্ষা ও পালন ধর্ম্ম, অবশ্য কর্ত্তব্য। গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কি হইবে ? গরু ঘাস খাইয়া দুধ দেয়,—আর মানুষে ? নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ ; জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী ; গো, গুরু, গোবিন্দ ; শিব, রাম, নারায়ণ ; বাসুদেব, গদাধর, হরিহর। ১২শ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ নাম। স্বামী ভোলানন্দ গিরি।

মন্দিরেও তিনি, মস্‌জীদেও তিনি, গির্জ্জাতেও তিনি।

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

"রাম রহিম না জুদা করো, দিল্‌কো সাচ্চা রাখো জী।"

যো রাম ওহি কৃষ্ণ, ওই যিশু আল্লা।

এক্ ভগবান্ দো নেহি, আপন্ আপন্ ভালা॥—"কাঙ্গাল"—।

গীতা—৪-১১ ; ৭-১৯।

সবাই সমান ; এক হইতে বহু, বহুতে এক ; একমেবাদ্বিতীয়ম্। একোহহম্—বহুস্যাম্। If I get **one** I can make millions. —Vivekananda.

প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

That which exists is *one*, sages call variously— Vivekananda. Unity in Variety.

একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।—ঋগ্বেদ্।

তুমি প্রভু—আমি দাস বা দাসী, ইহা 'পাকা আমি'। আর আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে, আমার মত আর কে আছে? ইহা 'কাঁচা আমি'। সংসারে দাসীর মত থাক্‌বে। আমার নয়, তোমার—তোমার। "নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার—প্রাণাধার সারাৎসার।" তোমার তুমি গেলেই তিনি উদয় হইবেন। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। ওগো! যা'র এখানে আছে, তা'র সেখানেও আছে। ব্যাকুল হইলে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁহার কথা শুনা যায়।

শাস্ত্র প'ড়ে ধর্ম্ম শেখা, ম্যাপে যেমন কাশী দেখা। গুরুমুখী বিদ্যা। এক জনকে ধর্‌তে হয়, দশ জনকে ধ'র্‌লেই গোলমাল। চাই একনিষ্ঠা। শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি, তথাপি মম সর্ব্বস্ব রাম কমললোচনঃ। গৃহস্থের বউ শ্বশুর, ভাসুর সকলকেই ভাল-

বাসে কিন্তু স্বামীর কাছে শোয়। ইহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি—সতীভাব। যাঁরা ভক্ত তাঁরা কেমন?—গীতা ১০অ, ৯, ১০ শ্লোক ও ১২শ অঃ দেখ।

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর একটী দেশ্‌লাইয়ের কাটিতে আলোকিত হয়। তুমি যেমনই হও না কেন, ভগবানের শ্রীচরণ-কমলে প্রাণে প্রাণে ভার দিবা মাত্র তিনি তোমার সকল দোষ ক্ষমা করেন। মার কাছে কি ছেলের দোষ? তিনি মঙ্গলময়ী পরম করুণাময়ী। গীতা ৯-৩১। সরল হইলে ভাগবান্‌কে পাওয়া যায়।

মা'র ভালবাসায়ও স্বার্থ আছে। গুরুর কোন স্বার্থই নাই—তিনি প্রেমদাতা। আমার সন্তানভাব—বালকভাব। দরিদ্রের সংসার সাক্ষাৎ নরক।

বেহা বেহা সব্ কোই কহে—মেঁরা মন্‌মে এহি ধাওয়ে।
চড়্ খাটোলী ধো ধো লগ্‌ড়া জেহল্ পর্ লেযাওয়ে॥

—তুলসীদাস।

ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু; তাঁর মত আপন জন আর নাই। "আন্তরিক ডাকিলে ঈশ্বর শুনিবেনই শুনিবেন।" জগৎ তাঁর না তোমার? সংসার তোমার না তাঁর? যাঁর জগৎ তিনি কি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন্? চাচা আপন বাঁচা! আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।

আত্মহত্যা মহাপাপ। "তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ হে করুণাময় স্বামী—Thy will be done." যে সয় সেই রয়। ঝড়ের এঁটো পাত্ হ'য়ে থাক। "যো করে সো হর্ করে।"

অমুক হ'ল না, তুমুক্ হ'ল না বলে আত্মহত্যা? তিনি যে অনাথের নাথ, অশরণের শরণ, তাঁহার শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করিলেই সনাথ হওয়া যায়। তিনি যে দেহ মন ও প্রাণের ঈশ্বর, তিনি জগতের পতি—জগতের নাথ। অভিমান তাঁর উপর করিলেই শান্তি—তিনি অগতির

গতি। "যার কেউ নাই, তার "আমি" আছি।" ভগবান লাভ হইল না বলিয়া, কে আত্মহত্যা করে? Knock and it shall be opened. —Jesus.

একদিন মরিতেই হইবে, প্রত্যহ মৃত্যু-চিন্তা করিলে 'অহং' নাশ হয়। ঈশ্বর মঙ্গলময়—ইহা প্রাণে প্রাণে ধারণা কর। তিনি যা করেন, সমস্ত মঙ্গলের জন্য। চৈতন্যের শরণ হইলে কি জীব অচৈতন্য হয়।

ভক্ত হবি—বোকা হবি কেন? ঠকবি কেন? বন্ধু কেহ নহে কার বন্ধু আপনিই আপনার।

কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥
মুনিভিঃ পন্নগৈর্বাপি সুরৈর্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরু রক্ষতি পার্ব্বতি॥
অশক্তা হি সুরাঃ সর্ব্বে অশক্ত মুনয়স্তথা।
গুরুশাপহতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ॥
ন গুরোরধিকং, ন গুরোরধিকং, ন গুরোরধিকং।
আজন্মকোট্যাং দেবেশি! জপব্রততপক্রিয়াঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমং দেবী! গুরুসন্তোষমাত্রতঃ॥

—গুরুগীতা।

যে ভগবানের জন্য সব ত্যাগ করে—ভগবান তাঁর ভার নেবেন না? যে যার শরণ লয়, সেই তাকে রক্ষা করে! তিনি শরণাগতপালক। যথা ধর্ম্ম—তথা জয়। তিনি নিজের দর্প নিজেই চূর্ণ করেন।

সংসারের লোকেরা বিষয়নাশ, প্রাণবিয়োগ দেখ্‌লে অমঙ্গল বলে, কিন্তু জ্ঞানীরা তাহাকে মঙ্গল বলেন। বিষয়-আচ্ছন্ন না কাট্‌লে দিব্যচক্ষু কিসে হ'বে!

আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় ? ঠাকুরের ইচ্ছাই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা না হ'লে গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে না। তাঁহার ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হয়, লাল জবা গাছে সাদা ফুল ফোটে।

ভগবানের কৃপায় কর্ম্মফলও কাটে, শূলদণ্ড বেল কাঁটায় পরিণত হয়, বিষ সুধায় পরিণত হয়।—তিনি "কপাল-মোচন।" যাঁর আইন, তিনি রদ্ করিতেও পারেন, বন্দীকে খালাস দিতেও পারেন। "আগে যদি জানতুম যে পাপ ফেল্‌বার এমন নর্দ্দমা আছে ত আরও কিছু করে নিতুম। লোককে যেমন ভূতে পায়, তেমনি আমাকে রামকৃষ্ণয় পেয়েছে"। ভৈরব—গিরিশচন্দ্র।

কর্ম্মফলে ভ্রাম্যমাণ জন্ম-মৃত্যু মাঝে—নহে নিবারণ,
দিয়ে স্থান ভগবান শ্রীচরণ রাজে—তার নরে
কপাল-মোচন ;
নিরন্তর ত্রিতাপদহন, দণ্ড করে পশ্চাৎ শমন,
কর্ম্মফল নিজদেহে, সহিয়া অপার স্নেহে,
—কর দূর শমন-শাসন,
বার ত্রাস হর পাশ ত্রিতাপহরণ।—গিরিশচন্দ্র।

"আমি তোদের জন্য সমস্ত সহিলাম,—যতপাপ আমায় দে!!! স্পর্শ কর, এখনি নিষ্পাপ হইবে।"

মাছি বসে পচা ঘায়, ষট্‌পদে মধু চায়,
ধার্ম্মিক সুজনগণে, গুণ ছাড়া লয় না।
দুর্জ্জন পামরজনে, দোষ খোঁজে প্রাণপণে,
"পিপীলিকা চিনি খায়, বালুকা ত ছোঁয় না।"—"কাঙ্গাল।"

হে প্রভু! হয় শ্রীচরণে আশ্রয় দাও—দাস কর, নয় তুলে নাও। ভগবানের জন্য প্রাণটা যাবে, একি বড় কথা! মৃত্যু অনিবার্য্য। "যদি জন্মেছ ত একটা দাগ রেখে যাও।"

ম্যাদাটে ভক্তি ভাল নয়। ভক্তির তমঃ বা জোর চাই। অন্তকালে কেন? এখনই দর্শন চাই—তীব্র ব্যাকুলতা। "হয় এই স্থানে শরীর শুষ্ক হউক নয় সত্যলাভ হউক।"—বুদ্ধদেব।

"কি সুখ জীবনে নাথ—ওহে দয়াময় হে—

যদি চরণসরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে—"

গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক। এক জ্ঞানই জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান। কৌমার বৈরাগ্য ধন্য। ফিকির করে কি কেউ বেঁচে থাকতে পারে? ভগবান্ তোমার চেয়েও বেশী চালাক। পাপ আর পারা ছাপা থাকে না। ধর্ম্মপথে সত্যপথে বাহিরে দুঃখ, ভিতরে সুখ। প্রাণে কোনই ভয় থাকে না। বাক্যই ব্রহ্মস্বরূপ। Word is God.

যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ;—বন্ধন নাশ।

"মায়ার (লোহার) বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়!" "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"। কাহারও উপর হিংসা করিও না। সাত্ত্বিক আহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যার যা পেটে সয়। "নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ"। হাতি নিরামিষ খেয়ে কত দিন বাঁচে, কত বলবান! "দিনে বারুদ ঠাসা—রাত্রে আধপেটা"—আহার। গীতা ৬—১৭; ১৭—১৮।

যাঁহা দেখে ম্যয় দেখে তুমে,
সুরৎ তেরা দিল্‌মে লাগা রহি॥—গিরিশচন্দ্র।

ঈশ্বরলাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, কখন মরিব ঠিক নাই। অন্ত-কালে কেন?—এখনই দর্শন চাই। কর্ম্মের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। —মহাত্মা রামচন্দ্র।

ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁহার কথা শুনা যায়। ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তিনি দেখা দেন। পতিতের জন্য পতিতপাবন, দীনের জন্য দীননাথ দীনবন্ধু। তিনি দাম্ভিকনাথ নহেন। যার কেউ নাই তার তিনি আছেন। অন্ধকারের জন্যই আলোক। যে আপনার জন্য ভাবে না,

ভগবান তার জন্য সদাই আকুল। ভক্তের বোঝা ভগবান বহেন। গীতা ৯—২২। God helps those, who do *Not* help themselves.—Vivekananda.

শিশু জন্মাইবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তন্যে দুগ্ধের সঞ্চার হয়।

পঞ্ছী না করে চাকরী, অজ্‌গর্ না করে কাম।
দাস কবীরা কহ্‌গয়ে সব্‌কো দাতা রাম॥

যে জন ভাবে না বোঝে না দেখে না শোনে না,
তার গাছে গাছে সোনা ফলাই।"—ক্ষীরোদপ্রসাদ।

ওলা মিছরির স্বাদ পেলে কি কেউ আর চিটেগুড়ে ভোলে?

চিল শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে কিন্তু নজর ভাগাড়ে। ভাগাড়—কামিনী-কাঞ্চন। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ-কাঞ্চন। শুধু মুখে পণ্ডিত হইলে কি হয়! কেবল কথকতা নহে, কাজ চাই। টিয়াপাখী অন্য সময়ে খুব্ রাধাকৃষ্ণ বলে কিন্তু বেরালে ধর্‌লে—ক্যাঁ ক্যাঁ!—"Religion is realisation." Example is better than precept. হ্যাঁগা, তুমি লেক্‌চার দেবে—চাপরাশ পেয়েছ?

"মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।" রূপে ভয়, ধন জন যৌবনে ভয়—চিরদিন থাকে না। বৈরাগ্যেই অভয়—দস্যু চোরের ভয় নাই। বিবেক-বৈরাগ্য বা তত্ত্বজ্ঞান দস্যু-তস্করের অধিকার বহির্ভূত।

দিন ত এক রকমে কেটে যাবে, তার আর ভাল মন্দ কিরে? কেবল এই দ্যাখ্—ভগবানের দিকে কতটা এগুলি। হরিনাম লইতে অলস কোরোনা মন আমার যা হবার তাই হবে। হাল ছাড়িলে চলিবে না; তুফান দেখে কি "না" ডোবাবে? ("নৌকা") ভয় কি? ঠাকুর আছেন।

কেউ আলো জ্বেলে ভাগবৎ পড়ে, কেউ বা জাল জুচ্চুরি করে—সে কি আলোর দোষ? ভগবান দয়াময়।

কাম হইতে মানুষের জন্ম, তাই পশুভাব আসে—এমনি সংস্কার! এই পশুভাব বা রিপুগণকে মা'র শ্রীচরণে বলি দেওয়াই বলিদান। পাঁঠা বলি নহে। মা'কে সন্দেশ ভোগ দিলে কি, মা তুষ্ট হন না? চাই আত্ম-বলিদান—চাই শুদ্ধাভক্তি। জয় রামকৃষ্ণ। গীতা, ৩—৩৮, ৩৯, ৪৩।

"কীটানুটী সৃজিবার নাহিক শকতি যার,
কি সাহসে সে মানুষে লয় অপরের প্রাণ।"

—মনোমোহন গোস্বামী।

কাহারও গায়ে হাত তুলিও না।

কামিনীকাঞ্চনে আসক্তিই বন্ধন। চাই আসক্তি ত্যাগ। সাধু সাবধান!

ভক্তের অর্থ সাঁকোর জলের ন্যায়, যেতেও কামাই নাই, আস্‌তেও কামাই নাই। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। তাঁর জিনিষ তাঁকে না দিলে চোর হইতে হয়। যেমন লুকোচুরি খেলায় বুড়ী ছুঁইলে আর চোর হইতে হয় না। এক হাতে ভগবান্ এক হাতে তাঁহার কর্ম্ম। বার আনা মন তাঁর দিকে আর সিকি সংসারে বা কর্ম্মে। গীতা ৩—১২, ১৩।

মানুষে আর পশুতে তফাৎ কি? আহার নিদ্রা মৈথুন মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে। মানুষ কি সৃষ্টিকর্ত্তা? ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অব্যয় বীজস্বরূপ।

He conquers all who conquers self.

Man is born to conquer nature.—Swami Vivekananda. সৎসঙ্গ অধিকদিন হয় না—অনেক ভাগ্যে হয়। সাধুসঙ্গ

করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। Better to serve in Heaven than to reign in hell," সৎসঙ্গে কাশীবাস অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ। সতের আঁস্তাকুড় ভাল। সৎসঙ্গ—সৎসঙ্গ—সৎসঙ্গ। সৎ কি না ভগবান্—তাঁহার সঙ্গ। রামনাম সৎ হ্যায়।

দু'একটী সন্তান হইলে স্বামী-স্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় থাকিতে হয়। স্ত্রী ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে।

ভাগবৎ ভক্ত ও ভগবান্ এক। Father and I are one. —Christ. ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি, তত্রতিষ্ঠামি নারদঃ।

মেয়েরা চিঁড়ে কোটে; এক হাতে ছেলেকে মাই দেয়, এক হাতে চিঁড়ে ঠেলে, মুখে খদ্দেরের সঙ্গে হিসাব করে, কিন্তু তার মনটী পড়ে থাকে ঢেঁকির মুষলের দিকে, নচেৎ হাতটী যাবে। সংসারেও যাঁর মন প্রেমময়ের শ্রীচরণে বাঁধা থাকে সেই তাঁকে লাভ করে, আনন্দ ও শান্তি পায়; ভবসংসার আনন্দপাথার—প্রেমের-পাথার হয়। যেমন নষ্ট স্ত্রীলোকে সংসারের সমস্ত কাজ করে কিন্তু তার মন পড়ে থাকে উপপতির উপর, সেইরূপ মনটী তাঁর চরণে রেখে, সংসারধর্ম্ম কর। ভক্তিরূপিণী শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণকথা মনে হইলে, ধুঁয়ার ছলে কাঁদিতেন। তিনিই সত্য ও নিত্য। গীতা ১২-৮, ১৪। তাঁর কৃপায় এ ব্রহ্মাণ্ড—এ সংসার-জলধি গোষ্পদ-সমান। মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। "এ প্রেম কলসে কলসে ঢালে—তবু না ফুরায়"। অফুরন্ত প্রেমভাণ্ডার—অনন্তশক্তি। ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ। ভগবান পরশমণি। পরশমণি স্পর্শে লোহা সোণা হয়।

জটিলা কুটিলা না থাকিলে লীলার পোষ্টাই হয় না। "যে কাজ যত বাধা পায়—তাহা ততই বাড়ে।" —বিবেকানন্দ।

"যে মাটীতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে,
বারেক নিরাশ হলে কে কোথায় মরে?
তুফানে পড়েছি কিন্তু ছাড়িব না হাল,
আজি না হইতে পারে হতে পারে কাল।"

Failure কথাটা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না, উহা কেবল Temporary stoppage.—কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ।

No good is ever undone.—Vivekananda.

"আমি বলি, যাক্ কর্ম্ম, যাক্ প্রতিষ্ঠা—কেবল তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাক্ বিশ্বাস অটল হউক। তাঁর কৃপা থাকিলে তাঁর কাজ আপনিই হইয়া যাইবে। গীতা ৬—৪৬, ৪৭ ; ৯—২২, ১২—৬, ৭।

যাঁহা কাম তাঁহা রাম নেহি, যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি।

কামকে ত্যাগ কর। প্রেমে ত্যাগ নহে—গ্রহণ,—সবই প্রেমময়।

তুমি মা আমি সন্তান—আমার ভয় কি মা? মা ছেলের হাত ধর্‌লে আর পড়ে না। "আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে"—গিরিশচন্দ্র।

"আমায় দে মা পাগল করে, কাজ নেই মাগো জ্ঞান বিচারে"

"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

"আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না * * *
আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরী—তোমার দুর্গানাম কেউ আর লবে না"।

"ভক্তের বোঝা ভগবান বয়।" আমার ভক্তের যে ভক্ত সে আমার অধিক প্রিয়।—শ্রীমদ্ভাগবত।

যার কথার ঠিক নাই, তার কিছুই নাই। বাৎমে—জাত্। জাতি মানে ধর্ম্ম, সত্য নিষ্ঠাই পরমধর্ম্ম। যাহারা সত্যবাদী তাহারা সত্যযুগে

বাস করে—আনন্দরাজ্যে বাস করে। কাল কি কর্ম্মের অধীন নয়? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, যে ভক্ত হয়—"তাঁর হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন"। "ভাবের ঘরে চুরি না ঘুচিলে—মন মুখ এক" না হইলে কি "মানুষ" হওয়া যায়? যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখনই ভগবান্‌কে অবতার হইতে হয়; কর্ম্মের গতির—সত্যের দিকে মোড় ফিরাইবার জন্য। তাই যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব।

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

যে দিন হইতে ঠাকুরের আবির্ভাব সেই দিন হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি —স্বামী বিবেকানন্দ।

সীতারাম ভজন্ কর্ লিজো, ভুখে অন্ন্, পিয়াসে পানি, নেঙ্গ্টায় বস্ত্র দিজো।

সংসার কেমন?—যেমন আমড়া; শস্যের সঙ্গে খোঁজ নাই; কেবল আঁটি আর চামড়া, খেলে হয়—অম্লশূল।

দয়া ধরম্ কি মূল হায়, নরক মূল "অভিমান"। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি মা, আমি সন্তান এ অভিমান ভাল। "থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে"।

শ্রীগুরুকৃপায় মনের সকল বাঁক্ (সংশয়) ঘুচিয়া যায়।
এক্ বাৎসে ঠাণ্ডা পড়ে গা খোঁজ খবর না পাই।

* * * *

সাচ্ কহো, অধীন হোও, ছোড়ো পরধন্ কি আশ্।
ইস্‌মে না হরি মিলে ত জামিন তুলসী-দাস॥

মানুষ কর্ম্মেই ছোট এবং কর্ম্মেই বড় হয়,—যেমন কর্ম্ম। যতক্ষণ "আমি" ততক্ষণ কর্ম্ম। "তিনি" থাকিলে তাঁরই কর্ম্ম তাঁরই ফল।

আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী,—যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি। সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ। তুমি, তুমি, তুমি।

তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি নাচি। —শ্রীরামপ্রসাদ; গীতা ৫ ১০।

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—ঠুংরী।

লাগা রহো মেরি মন।

পরম ধন কি মিলে বিন্ যতন॥
যাঁহা ভাসাওয়ে উঁহি ভাস্‌কে চলনা,
কব্ আঁধিয়া উঠে উস্‌কা কেয়া ঠিকানা,
মগন রহ্‌কে আপনা সামাল্‌না—
হরর্‌দম্ উসপর্ নজর ফেল্‌না,
ওহি হ্যায় দোস্ত্, আওর কাঁহা মিলে কোন্॥
ওহি আপনা, সব্ হি বেগানা,
সমঝ্ লেনা কো আপন,
এক হ্যায়, উও—পরম-ধন॥—গিরিশচন্দ্র।

এর তার চুরি না করে, তাঁর চুরি কর। দক্ষিণে না গিয়ে উত্তরে যাও—মোড় ফেরাও।

ঠাকুর-গীত।

আপ্‌নাতে মন আপ্‌নি থাক যেওনাক কা'র ঘরে,
যা চা'বি তুই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন সে পরশমণি যা চাবি তাই দিতে পারে।
কত হীরে মানিক পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥

মন্দ কর্‌তেও যতক্ষণ ভাল কর্‌তেও ততক্ষণ। তাঁর দিকে এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন।

"কর্ ভালা হোগা ভালা, অন্ত্ ভালেকা ভালা।" মহাত্মা ভোলাগিরি।

তাঁর ঐশ্বর্য্য চাইলে তিনি দেন আর তাঁকে চাইলে তিনি আস্‌বেন না? তাঁর জন্য দশ পা এগুলে তিনি একশ পা এগিয়ে আসেন। লোকে অনিত্য লইয়া পাগল, তাঁকে চায় কে?

"কালে ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে।"

কর্ম্ম বাড়ান ভাল নয়। তাঁর কাজ মনে করে—যেটা সাম্‌নে পড়ে সেইটাই কর্‌তে হয়। ভগবানের কাছে কি হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্সারি চাইবে? কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য—সাবধান, অহঙ্কার না আসে। Eternal love and service free."

সেবা করে, দান করে ধন্য কর্‌লুম নয়! নিজেই ধন্য হ'লাম। Give as the rose gives perfume,—Vivekananda. গীঃ ১৭-২০।

জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে,
আমি লুকিয়ে মায়ের কর্‌ব পূজা দেখ্‌বে না কেউ জগজ্জনে। শ্রীরামপ্রসাদ।

*   *   *   *   *

ও মন তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে।

রাগিনী সিন্ধু ভৈরবী—তাল খয়রা।

সাধন বিনা পায় না তোমায় সাধন যে জন চায়।
শক্তিহীনে নিজগুণে রাখ রাঙ্গা পায়॥
যে তোমারে পেতে চায়—বিদায় দেয় সে বাসনায়,
(আমার) অনন্ত বাসনা ধায় কি হবে উপায়,—
নয়ন কোণে কৃপাধীনে হের করুণায়॥
তোমা বিনে ত্রিভুবনে, চায় না কেউ আর মুখপানে (আমার)
কে আর বল দীনহীনে রাখে চরণে; (ঠাকুর)
(তাই) পতিত বলে, নাও হে তুলে—তোমারি ত দায়॥

স্বামী যোগেশ্বরানন্দ।

সংকীর্ত্তন।

পতিতপাবন নামটী শুনে বড় ভরসা হয়েছে মনে,

(নামে আপনি আশা জাগে প্রাণে)

আমি হই না কেন যেমন তেমন স্থান পাব রাঙ্গা চরণে॥

(ঠাকুর তুমিত ভরসা আমার)

ঠাকুর আমার মতন সাধনহীনে স্থান দিবে রাঙ্গা চরণে ;

(বড় দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ)

ওহে দীনদয়াল, আমি পতিত কাঙ্গাল—

(তোমায় পতিতপাবন সবাই বলে)

(শরণ লয়েছি তাই চরণতলে)

আমায় না তরালে দয়াল নাম আর কেউ না লবে জগজ্জনে॥

(বল কোথা যাব কার মুখ চাব—

ঠাকুর পতিতের আর কেবা আছে)

তোমার অকলঙ্ক নামে এবার কলঙ্ক দিবে জগজ্জনে॥

তোমার নাম ভরসা, দীনের পুরাও আশা,

(শুনি তোমা হ'তে তোমার "নামটী" বড়)

ওহে অধমতারণ অনাথশরণ দয়া কর নিজ গুণে॥

(ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর রামকৃষ্ণ)

এস রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ—বস হৃদি পদ্মাসনে॥

(আমার হৃদয়-আসন শূন্য আছে, আমরা বড় আশে এসেছি হে,—

আজ তোমার দেখা পাব বলে)   সেবক—কৃষ্ণধন।

Feel my boys—feel! Love for the poor, the down-trodden even unto death this is our motto. I am ready to go—to hundred-thousand hells to serve others. Let my life be a sacrifice at the altar of Humanity.—Swami Vivekananda.

সকল ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। গীতা ৪-১১।

যত মত তত পথ। Means to an end. নিজেরটাই বড় দেখিও না। কেন্দ্র হইতে সব রাস্তা সমান। গীতা ৪-১১।

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং—যথা গচ্ছতি সাগরং।
সর্ব্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥

তুঁহি উপজি পুনঃ তুঁহি সমায়ত—সাগর লহরী সমানা।—পদাবলী।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।—শ্রীরামপ্রসাদ।

উদ্দেশ্য ঠিক রাখিও, উপায় লইয়া ঝগড়া করিও না।

Help—not fight.—Vivekananda.

"তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য,
দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা, তুমি ভবার্ণবে কর্ণধার।"

মা'র উপর ছেলের যত আব্দার—বাপের কাছে তত ভরসা হয় কি?

ভগবান সাকার নিরাকার এবং আরও কত কি। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছায় কি না হয়? "পাষাণে জল ঝরে ভাই, শুক্‌নো গাছে কলি ফোটে।"—গিরিশচন্দ্র।

তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—যেমন কাঠ ও আগুন। ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তিকে "রাধা" বলে।

ভক্তির ভগবান্। সেবা আত্মবৎ।

কে তোমা পূজিতে পারে, পূজা জানে কেবা?—অজ্ঞান মানব,
আপন উন্নতি মাত্র তব পদ সেবা—তব ধ্যান পরম উৎসব,—

গোষ্পদ দুরন্ত ভবার্ণব, দুষ্ট ষড়রিপু পরাভব,
ভুলায় যন্ত্রণা জ্বালা, তব নাম জপমালা,
অহঙ্কার—দমিত দানব,
অর্চ্চনার অধিকার অতুল বৈভব।—গিরিশচন্দ্র
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ)

"কে দেয় ?—সেই একজনই দেবার মালিক।"

"অজ্ঞানকূপমগ্নস্য নাস্তরন্য গতির্ম্মম।
দেহি দেহি রামকৃষ্ণ দেহিমে চরণাশ্রয়ম্॥"—মহাত্মা রামচন্দ্র।

চারা গাছে বেড়া দিতে হয়, নইলে ছাগল গরুতে মুড়োবে। গুঁড়ি হলে, হাতী বাঁধলেও কিছু হয় না। মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন সাধন চাই।

ধ্যান করবে বনে কোণে ও মনে। বিকারে—রোগীর কাছে জলের জালা—আচারের হাঁড়ি ? গীতা ২—৬২, ৬৩। Lord ! Save me from my friends. রিপু সকল বন্ধুর আকার ধারণ করে। যে ভগবানের পথে কণ্টক সে বন্ধু নহে—রিপু।

মাগো ! আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলাইও না—আর চুষীকাটী দিয়া ভুলাইয়া রাখিও না—শ্রীচরণাশ্রয় দাও মা।

"(মাগো) ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি" * * *

যিনি সকল কর্ম্মে তাঁকে কর্ত্তা দেখেন, তিনিই বীর, তিনিই মুক্ত ও নির্লিপ্ত। গীতা ৫—৬, ৭।

তিন রকম জীব আছে—বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত ; সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণী।

লোকে বেশ্যালয়ে যায় মা'কে কেন সঙ্গে নিয়ে যায় না—তা'হলে বেঁচে যায়। লুচ্চোরূপী নারায়ণ।

বারাণ্ডায় হুঁকো হাতে করে—সেও আমার আনন্দময়ী মা। জয় মা আনন্দময়ী !

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী।

ওগো যদি একান্তই মদ খাবে ত মা কুলকুণ্ডলিনীকে দিচ্ছি বলে— একটু খাবে। জননী জাগৃহি।

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে"।—শ্রীরামপ্রসাদ।

কলিতে নারদীয়া ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, যুগধর্ম্ম। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। ভগবান ব্যতীত জীবের গতি নাই। "তোমা হ'তে তোমার নামটী বড়।"

গীতা ৯-১৪।

তুম্ যেইসা রাম পর্, তুম্ পর্ ঐসা রাম।

ডাহিনে যাও ত ডাহিনে যায়, বামে যাও ত বাম॥

যেমন ভাব তেমন লাভ—মূল সে 'প্রত্যয়'। গীতা ৮—১৬।

ঈশ্বরকে জানিতে হইলে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কথায় বিশ্বাস করিতেই হইবে; বিশ্বাসেই মেলে। ঈশ্বর লাভের খেই—বিশ্বাস। গুরোর্ব্বাক্যং সদা সত্যং। আপনাকে জানিলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। কোন্‌টা— আমি?—প্রাণ বা চৈতন্য। প্রাণই ভগবান্, হাড়মাসের খাঁচাটা নহে! প্যাঁজের খোসা ছাড়ালে কিছুই থাকে না। প্রাণরূপেণ, চৈতন্যরূপেণ, শক্তি, বুদ্ধি…তুমি সর্ব্বস্ব, তুমি মা, তুমি আছ—তাই আছি। তুমিই— আমি। তুমি কায়া—আমি ছায়া। তুমি! তুমি!! তুমি!!! ওগো আমি নয় আমি নয় তুমি তুমি তুমি গো। "ম্যয়কো কাঁহা ঢুঁড়ো বান্দো ম্যয় তো তেরে পাস্ মো"।—কবীর।

নিত্য হইতে লীলা এবং লীলা হইতে নিত্য—যেমন বীজ হইতে, খোসা, খোসা হইতে বীজ। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।

অদ্বৈতজ্ঞান হইলে চৈতন্য হয়—চৈতন্যে নিত্যানন্দলাভ। একাধারে তিন। এই তিনের সমষ্টি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব!!!—মহাত্মা রামচন্দ্র।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর। এক জ্ঞানই জ্ঞান—বহুজ্ঞান অজ্ঞান। গীতা ৭-৬, ৭। ঈশ্বর এক—তাঁহার অনন্ত শক্তি। সাপ হয়ে খাই আমি রোঝা হয়ে ঝাড়ি। হাকিম হয়ে হুকুম দি পেয়াদা হয়ে মারি।

প্রাণোঽহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণু পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥

* * * * *

এ দেহ দুর্ব্বল রামকৃষ্ণ বল—দিন গেলে দিন আর ফেরে না।

—মহাত্মা রামচন্দ্র।

* * * *

কর্ত্তা ব্যতিত কর্ম্ম হয় না। যেমন নিবিড় বনে দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। মূর্ত্তি প্রস্তুতকর্ত্তা তথায় নাই কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। সেই প্রকার এই বিশ্বদর্শন করিয়া সৃষ্টি কর্ত্তাকে জানা যায়।

এই বিশ্বোদ্যানে দেখিয়াই লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়। এক পুত্তলিকা (কামিনী) এমন কি যোগী ঋষির পর্য্যন্ত মন আকর্ষণ করিয়া বসিয়া আছে, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। উদ্যানাধিপতির দর্শনের জন্য কয়জন লালায়িত?

ব্রহ্মময়ং জগৎ। ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা। তেত্রিশকোটী দেবতা! "মা, ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা যেমন"।—শ্রীরামপ্রসাদ। "থাক সর্ব্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা—মা ত্বংহি তারা।" শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে জানিবার কোন উপায় নাই। অথবা শক্তি আছে বলিয়াই ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। যেমন কাষ্ঠ ও অগ্নির দাহিকা শক্তি। সেইরূপ শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি সমান—ব্রহ্মশক্তি অভেদ—এক।

ব্রহ্মের দুইরূপ। যখন নিত্য, শুদ্ধ, বোধরূপ, কেবলাত্মা, সাক্ষীস্বরূপ, তখন তিনি ব্রহ্মপদবাচ্য। আর যে সময়ে গুণ বা শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাকেই ঈশ্বর কহা যায়।

নিগুর্ণ হায় তো পিতা হামারি, সগুণ হায় মাহ্‌তারী।
কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো—দোনো পাল্লা ভারি॥ তুলসীদাস।

নির্গুণ হইলে ব্রহ্ম এবং সগুণ হইলেই শক্তি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যেমন দুধ ও তাহার ধবলত্ব। যে সরল মনে, প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, তাঁহার নিকটে তিনি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ভক্তিরূপ হিমে জমিয়া প্রেমঘন মূর্ত্তিতে তিনি সাকার হন এবং জ্ঞানসূর্য্যে গলিয়া তিনি বিরাট বা ব্রহ্মময় জগৎ হন। ব্যাকুল হইলে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। সাকার নিরাকার—সাধকের অবস্থার ফল।

মায়া মরে না মন মরে, মর্ মর্ গয়ো শরীর।
আশা তৃষ্ণা না মরে কহ্ গয়ে দাস কবীর॥

ব্রহ্মের শক্তির নাম মায়া। এই শক্তি অঘটন সংঘটন করিতে পারে। যাঁর মায়া এত সুন্দর না জানি তিনি কত সুন্দর! কামিনীকাঞ্চন অনিত্য আনন্দ, আর তাঁহাকে পাইলে নিত্যানন্দ লাভ হয়, সকল সাধ মেটে। তিনি রূপের রূপ।

মায়া দুই প্রকার, বিদ্যা এবং অবিদ্যা। বিদ্যামায়া দুই প্রকার—বিবেক এবং বৈরাগ্য। অবিদ্যামায়া ছয় প্রকার—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য।

আমার সন্তান ভাব। মা, আমার যদি কাম না যায় ত আমি গলায় ছুরি দোব। মাগো, তোমার কৃপায় তোমারে পায়, নাইত আর উপায়। * * * * "চেনা নাহি দিলে কেবা চিন্‌তে পারে, ধরা নাহি দিলে কেবা ধরতে পারে।" সেবক—কৃষ্ণধন।

কাফী মিশ্র—একতালা।

আমি হাতে হাতে দিই ধরা।
আমার কই সাজে হে ছল করা॥

আমি ত আপন হারা,
আমার ধরা দেওয়া—নয়তো ধরা,
আমায় ধরা দিতে—ধরায় এসে, মিছে ছল করা।
অ-ধর হয়ে দিছি ধরা,—
তোমার প্রেমের ঘোরে প্রাণ ভোরা॥—গিরিশচন্দ্র।

* * * *

চিনালে চিনিতে পারে নহে অসম্ভব—পুরুষ-প্রধান,
মত্তচিত্ত মহাঘোর বিষয়-আহব—হৃদয়ে না রহে তব স্থান,—
স্বপ্রকাশ হও বিদ্যমান—জ্ঞানাঞ্জনে কর দৃষ্টি দান ;
তবু ক্ষণে মূঢ় মন, হয় রূপ বিস্মরণ
ইন্দ্রিয় তাড়না বলবান্।
হৃৎ-পদ্ম বিকাশিয়ে হও অধিষ্ঠান!!—"ভৈরব"—গিরিশচন্দ্র।
গীতা ১১-৫ হইতে ৮।

নির্লিপ্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। নৌকা জলে থাকুক, তাহাতে জল যেন না প্রবেশ করে। যেমন পদ্মপত্রে জল। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, পাঁক লাগে না গায়।" গীতা ৫-৭, ১০।

যেমন গৃহস্থের বাটীর দাসীরা সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে, সন্তানদিগকে লালন পালন করে, তাহারা মরিয়া গেলে রোদনও করে, কিন্তু মনে জানে যে তাহারা তাহাদের কেহই নহে। সংসারে দাসীর ন্যায় থাকিবে। তিনিই সত্য। মনটী রাখ—তাঁর চরণে।

যার এখানে আছে, তার সেখানেও আছে—যার এখানে নাই তার সেখানেও নাই।

* * * * *

এক সাধু লোটা কম্বল লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে দুষ্ট লোকে মারিয়া সমস্ত কাড়িয়া লইয়া অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া যায়। পরদিন

কোন দয়াল পথিক এ অবস্থা দেখিয়া স্বগৃহে আনিয়া সেবা করিতে করিতে তাঁহার সংজ্ঞা আসিলে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আপনার এ দুর্দ্দশা করিল? সাধু উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিকরতঃ কহিলেন—"যো আজ দুধ পিয়াতা ওহি কাল মারা থা।"

তুমি সাপ হয়ে কামড়াও রোঝা হয়ে ঝাড়।
হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়াদা হয়ে মার॥

* * * * *

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুধু ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যেবা পায় তারে কেবা পায়,
সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোক "জই"॥ (জয়ী)

* * * * *

যে ব্যক্তির আত্মাভিমান, আত্মগরিমা প্রকাশ না পায়, সর্ব্বদাই দাক্ষিণ্যাদির কার্য্য হয়, রিপুগণ প্রবল হইতে না পারে, আহার বিহারে আড়ম্বর কিম্বা হতাদর না থাকে, স্বভাবতঃই ঈশ্বরের প্রতি রতিমতি থাকিতে দেখা যায়, তাহাকে সত্বগুণী বলিয়া পরিগণিত করা হয়। মন আমার—সহজে যা হয় তাই কররে। সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়।—গীতা।

* * * * *

"নামে রুচি জীবে দয়া সাধুর সেবন,
ইহা বিনা ধর্ম্ম নাই, শুন সনাতন।"

* * * * *

আপনার ছেলে আপনার ঘর ইহা মায়া। সকলের প্রতি সমান ভাব ইহা দয়া।

* * * * *

পরনিন্দায় জীবে দুঃখ পায়, নিজের ক্ষতি; যার নিন্দা তার লাভ। বন্ধু কেহ নয় কার বন্ধু আপনিই আপনার।

* * * * *

সকলই নারায়ণ, কিন্তু বাঘ-নারায়ণ ও অসৎ লোক হইতে সাবধান থাকিবে। মাহুত-নারায়ণের কথা শুনিতে হয়। গুরু-বাক্য ধ্রুব সত্য।

যে ব্যক্তি যে ভাবে, যে নামে, যেরূপে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর জ্ঞানে সাধন করিবে, তাহার ঈশ্বরলাভ হইবেই হইবে। ইহাই অদ্বৈত জ্ঞান। ঘণ্টাকর্ণ হইও না। ভাবের ঘরে চুরি করিও না, "চাল ছাড়িও না।" তত্ত্বপ্রকাশিকা দেখ। সরল হইলে ঈশ্বর লাভ হয়।

"তুমি গোপনে গোকুলে এসে শ্যাম সেজেছ।"

* * * * *

মুক্তিদাতা একজন। সংসারক্ষেত্রে যাহার যখন বিরাগ জন্মে, অন্তর্য্যামি ভগবান তাহা জানিতে পারেন এবং তিনি সাধকের ইচ্ছাবিশেষে ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঘা শুকাইলে মাম্‌ড়ি আপনিই খসিয়া পড়ে।

* * * * *

শিয়ালদহে গ্যাসের ঘর। কত জায়গায় কত রকম আলো জ্বলিতেছে। গ্যাস কোথা হইতে আসিতেছে, কেহ দেখিতে পাইতেছে না। যে কেহ আলো পরিত্যাগ করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিবে, সে সেই শিয়ালদহের গ্যাস ঘরকেই অদ্বিতীয় জানিবে। ঈশ্বর এক; তাঁহার অনন্ত শক্তি। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

* * * * *

ঠাকুর—আরসোলাকে কাঁচপোকা করে ছাড়বেন। বকল্‌মা অর্থাৎ ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা সহজ সাধন আর নাই।

* * * * *

মরবো আমি উড়বে ছাই—তবে আমার গুণ গাই।
মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা—তবে হবে কর্ত্তাভজা।
সাপের মাথায় ভেকেরে নাচাব—সাপ না গিলিবে তায়।

* * * * *

শ্রীশ্রীমতী রাধারাণী বলিয়াছেন, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া আর পুরুষ কেহ নাই। তিনিই একমাত্র পুরুষ আর সবই প্রকৃতি। গীতা ১১-৩৮।

* * * * *

আত্মার লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ নাই—নাম রূপের বাহিরে। সেখানে কাম নাই—প্রেম।

* * * * *

দেহটা কি আমি? দেহটা ত খোল—প্রভুর মন্দির। দেহের জন্য অনিত্যের জন্য মাকে জানাব?—যে মন তাঁহার চরণকমলে অর্পিত হইয়াছে!

দেহ জানে, দুঃখ জানে—মন তুমি আনন্দে থাক।

মজ্‌লো আমার মনভ্রমরা কালীপদ (শ্রীগুরুপদ) নীলকমলে।

* * * * *

নীচ যদি উচ্চে ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। লোক—পোক্।

ক্ষমার সমান ধর্ম্ম নাই।

* * * * *

তুমি যাবে বঙ্গে তোমার কপাল যাবে সঙ্গে। তাঁ'কে ছাড়িয়া কোথায় পলাবে ভাই? ফিকির করে বাঁচ্‌বে!

কুস্থানে রত্ন পড়িয়া থাকিলে রত্নের কোন দোষ হয় না। গুরু যাহা করেন, শিষ্যের তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, তিনি যাহা বলেন তাহাই পালন করা কর্ত্তব্য।

* * * *

প্রেমাভক্তি জননীস্বরূপিণী। যেমন যশোদা বা গোপীভাব; "আমার গোপাল আমার কৃষ্ণ" করিয়া পাগল। এ অহংতা, মমতা ভক্তেরও থাকে। ইহাতে বন্ধন নাই যেমন পোড়া দড়ি। ইহা কর্ত্তৃত্বাভিমান নহে।

* * * *

পাহারাওয়ালার কাছে চোরা লণ্ঠন থাকে। সে যাহাকে ইচ্ছা দেখিতে পায়। তেমনি ভগবান সকলকে দেখিতেছেন কিন্তু তাঁহার আলো তাঁহার দিকে না ঘুরাইলে, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না।—সেবক রামচন্দ্র।

* * * *

শ্রীগুরুকৃপায় ভিতরে গেরুয়া হইলে তিনিই স্বেচ্ছায় বাহিরেও গৈরিক দেন—চাহিতে হয় না। আগে ভিতরের চাই। গৈরিক—"ত্যাগের" বিকাশমাত্র।

* * * *

গুরু এক, কেহত ভগবানের নাম ব্যতীত দিবেন না। ভগবান লইয়া কাজ। যদি শান্তি না পাও ঠাকুরের শরণ লও।

* * * *

সখি —যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি। I live to learn.

* * * *

যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে না চায়, তাহার হবিষ্যান্ন গোমাংস শূকর মাংসবৎ হইয়া যায়, আর যে শূকর গরু ভক্ষণ করিয়া হরি পাদপদ্ম লাভের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া থাকে, তাহার সেই আহার হবিষ্যান্ন ভক্ষণের কার্য্য করে। চণ্ডোলোহপি দ্বীজঃ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ। মুচী হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। যস্মরেৎ পুণ্ডরিকাক্ষ্যং স বাহ্যাভ্যন্তরো শুচিঃ।

* * * *

চালাক্ কে ?—যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।

* * * *

যে আহার দ্বারা মন চঞ্চল ও শরীর অসুস্থ না হয়, সেই আহারই বিধি। সাত্ত্বিক আহার। গীতা ১৭-৮। যার যা পেটে সয়।

অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারেই হউক, পড়িতে পারিলেই অমর হওয়া যায়—কেউ ঠেলেই দিক্ কিম্বা নিজেই ঝাঁপাইয়া পড়। দুঃখ ও সুখ দু'শালাই সমান ; সুখ দুঃখের মুকুট মাথায় লইয়া আসে।

* * * *

সংসার আমার নহে জানিবে। এই সংসার ঈশ্বরের, আমি তাঁহার দাস, তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে আসিয়াছি। কাঁঠাল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে যেমন হস্তে তৈল মাখাইলে উহাতে আর কাঁঠালের আঠা লাগিতে পারে না। তেমনি এই সংসাররূপ কাঁঠাল, জ্ঞানরূপ তৈল লাভ করিয়া সম্ভোগ করিলে আর কামিনী-কাঞ্চন আঠা উহার মনে সংলগ্ন হইতে পারিবে না। শরণাগতিই একমাত্র গতি।

* * * *

A man whn thinks woman as his wife, can never perfect be.—Swami Vivekananda.

যাহারা কুমার সন্ন্যাসী, তাহারা নিদাগী থৈএর ন্যায়। অনাঘ্রাত কুসুম। কৌমার বৈরাগ্য ধন্য। জননী রমণী—রমণী জননী।

মেরু সর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্—তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যে এত প্রভেদ! ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ। ত্যাগ—মনে। ভগবান "মন" দেখেন—বেশভূষা নহে।

* * * *

An ordinary man idealises the real thing, whereas an extraordinary man realises the ideal thing—hence I admire Ramkrishna.—Swami Vivekananda.

* * * *

হে গৃহী, অতিশয় সাবধান! কামিনী-কাঞ্চনকে বিশ্বাস করিও না। তাহারা অতি গুপ্তভাবে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া লয়।

সাবাস্ দক্ষিণেকালী ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি।

*　　*　　*　　*

মন প্রথমে পূর্ণ থাকে, তাহার বিদ্যাশিক্ষায় দুই আনা, স্ত্রীতে আট আনা, পুত্র কন্যায় চারি আনা এবং বিষয়ে দুই আনা ; কালে কাহারও আর নিজমন থাকে না ও সকল বিষয়ে পরের মনে কার্য্য করিয়া থাকে। গীতা ৬—৪৬।

*　　*　　*　　*

যাঁহারা পূর্ণ যৌবনে দ্বাদশ বৎসর বীর্য্যধারণ করেন, তাঁহাদের মেধা নামে একটী নাড়ী জন্মে। ব্রহ্মচর্য্যে উর্দ্ধরেতা হয়, উর্দ্ধরেতা হইলে দেবত্ব লাভ হয়, বীর্য্য-পাতে মরণ, ধারণে জীবন। বীর্য্যত্যাগে ক্ষণিক আপাতঃ সুখ, পরিণাম জরা বা দুঃখ। তাহার রক্ষণে নিত্য আনন্দ—চির যৌবন।

*　　*　　*　　*

অনিত্য দেহের মোহে না পড়ে, ভগবানের পীরিতে মজ—দেহ, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ কর। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট।

বীর্য্যই ওজঃ, তেজ বা শক্তি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। বীর্য্যহীন বা পুরুষত্বহীন ব্যক্তির খবরের কাগজ পড়িতে মাথা ঘোরে। পূর্ণ-মস্তিষ্ক না হইলে জ্ঞান আসিবে কোথা হইতে ? পশুরাজ সিংহ দ্বাদশ বৎসরে একবার রমণ করে। সংযমই মনুষ্যত্ব—তাই সৎসঙ্গ আবশ্যক। প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই মঙ্গল॥

Let the Vedanta-Lion roar ওঁ তৎ সৎ ওঁ। Thou art That.

*　　*　　*　　*

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। শ্রীশ্রীচণ্ডী।

স্ত্রিলোকমাত্রেই ভগবতীর অংশ। শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের চরণে দৃষ্টি রাখিবে। সর্প দেখিলে যেমন বলিতে হয় "মা মনসা প্রণাম করি, ল্যাজটী দেখিয়ে মুখটী লুকাও।"

*   *   *   *

অনেকে কামিনী ত্যাগী হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত ত্যাগী বলা যায় না। যে জনশূন্য মাঠের মধ্যস্থলে ষোড়শী যুবতীকে মা বলিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত ত্যাগী কহা যায়।

*   *   *   *

সকলই নারায়ণ, নারায়ণ ছাড়া কিছুই নাই। গীতা ৭—১৯। অবিদ্যাই হউক আর বিদ্যাই হউক, সকলকেই মা আনন্দরূপিণী বলিয়া জানিতে হইবে। জয় মা আনন্দময়ী! সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

*   *   *   *

ভগবানের পাদপদ্মে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই জীব বাঁচিয়া যায়। গীতা ৮—১৬; ১২—৬, ৭; ১৮—৬২, ৬৬।

*   *   *   *

যাহারা সাধন করিয়া তাঁহাকে পাইতে চায়, তাহাদের জন্য সাধন। এবং শক্তিহীন অধম পতিতদিগের জন্য তিনি পতিতপাবন। অন্ধকারের জন্যই আলোক।

*   *   *   *

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাম॥ শঙ্করাচার্য্য।

রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই মানুষ; মানুষ না হইলে মানুষের ধারণা সম্পাদন করা যায় না। গীতা ৪—৭ ৮; ৯—১১, ১২।

*   *   *   *

যখন যিনি অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার আদিষ্টমতে পরিচালিত হইলে

আশু মঙ্গললাভের সম্ভাবনা। ফলে সকলেই মঙ্গলেচ্ছায় বাধ্য হইয়া থাকে। তাঁর দায়। বাদসাহী আমলের টাকা এ কালে চলে না।

*　　*　　*　　*

গুরু কৃপাহি কেবলম্। কাহারও ভাব ভাঙ্গিও না। গীতা ৩—২৬।

*　　*　　*　　*

বংশরক্ষার বেলায় তুমি আর ভরণপোষণের বেলা ওপাড়ার বামুন! কেবলমাত্র বংশবর্দ্ধনের যন্ত্রবিশেষ ও পাশববৃত্তি চরিতার্থের জন্য স্ত্রীজাতি সৃষ্ট হয় নাই। বংশ কার? বংশ নয় বাঁশ! জয় রামকৃষ্ণ।

যিস্‌কা লাঠী উস্‌কা বোঝা

*　　*　　*　　*

পরচর্চ্চা যত অল্প করিবে, ততই আপনার মঙ্গল হইবে। পরচর্চ্চায় পরমাত্মচর্চ্চা ভুল হয়। পরনিন্দায় নিজের অনিষ্ট হয়।

*　　*　　*　　*

যেমন গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে, তেমনি যাহাদের সঙ্কীর্ণভাব, তাহারাই অপরকে নিন্দা করে এবং আপনার ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে। স্রোতস্বতী নদীতে কখন দল বাঁধিতে পারে না; তেমনি বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাবে দলাদলি নাই। যেমন কূপের ভেক ও সমুদ্রের ভেক।

*　　*　　*　　*

মামলা মোকদ্দমা মহাপাপ।

ভাইয়ে ভাইয়ে জমীভাগ করছ, আকাশ্‌কে ত পার না! মা রক্ষা কর।

*　　*　　*　　*

"যে কেহ ধর্ম্মানুসন্ধায়ী হন, তিনি ধর্ম্ম এবং অর্থ উভয়ই লাভ ক'রে থাকেন এবং যিনি অর্থের জন্য লালায়িত, তিনি অর্থ এবং ধর্ম্ম উভয়েই বঞ্চিত হন।" Man makes money never money made a **man.**—Vivekananda.

সৎ হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। সত্যের শরণ লও। "Honesty is the best policy." *

* * * *

পর্ব্বতগহ্বরে বসিয়াও সত্য চিন্তা করিলে, উহা পর্ব্বত ভেদ করতঃ দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিবে।

উকিল ও ডাক্তারের ধর্ম্ম হয়, যদি মক্কেল ও রোগী প্রার্থনা না করে, যদি পেষা না হয়।

* * * *

সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। যে সয় সেই রয়। 'স' তিনটা—শ, ষ, স। যখন যেমন তখন তেমন।

ফোঁস্ রাখিও—কামড়াইও না।

* * * *

সংসারের সার হরি; অসার কামিনী-কাঞ্চন। হরিই নিত্য—তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন; কামিনী কাঞ্চন ছিল না, থাক্‌চেও না, এবং থাকিবে না। "এই আছে—আর তখনি নাই।"

* * * *

"Oh Lord ! I implore Thee to bliss all mankind and and grant them Thy Sraddha and Bhakti so that they dwell with Thee."

* * * *

সাধু কাহারা? যাহারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অতীত।

সিদ্ধ মহাপুরুষ কেমন? যেমন আলু পটোল সিদ্ধ হইলে নরম।

যে একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিবে তাহার প্রতি ভগবানের দয়া হইবেই হইবে। মাগো মা! মা—মা এমন মধুর নাম আর নাই।

"মা মা মা বলে ডাকিলে পরাণ গলে—
কত আশা উথলে মা, তাকি তুমি জাননা!"

জয় মা ব্রহ্মময়ী!—সেবক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

*　　*　　*　　*

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ—
　তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি তরে মা এ বীণা বাজিবে
　এ হৃদি তোমারি গাহিবে গান ॥—রবীন্দ্রনাথ।

*　　*　　*　　*

রাখে রাম—মারে কে ?

যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই এবে রামকৃষ্ণ। গীতা ৪—৭, ৮; ৯—১১, ১২। যার শেষ জন্ম সেই আমাকে পায়। গীতা ৮—১৬।

ঘটে পটে আবির্ভাব।

নিরৈশ্বর্য্য আসিয়াছ মাধুর্য্য লইয়ে, প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব—মানবমাঝে পরশিতে হিয়ে
অমিশ্রিত মাধুর্য্য অধরে
পাছে নর নাহি আসে ডরে—দীনবেশে ডাক সকাতরে,
হরিবারে মন প্রাণ, কর নাথ আত্মদান—সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান হরে।—গিরিশচন্দ্র।

*　　*　　*

"যেদিন হইতে ঠাকুরের আবির্ভাব সেই দিন হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি।"—Vivekananda.

"Blessed are they—who have not seen but believed."
—Bible.

রূপ না দেখে নাম শুনে কাণে—
প্রাণ গিয়ে তার লিপ্ত হ'ল।

"তারে চখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি
—মন প্রাণ যা ছিল সব দিয়ে ফেলেছি"

"আমি আর তোমাদের কি বলিব? আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক!" কল্পতরুভাবে—শ্রীরামকৃষ্ণ।

* * *

Swami Vivekananda looks more like a Warrior than a priest.—The Englishman."

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ গীতা ২—২,৩,৩৭।

Is there any one who can stand in the street yonder and say that he possesses nothing but God and God alone?—Vivekananda.

* * *

মূর্ত্তমহেশ্বরমুজ্জলভাস্করমিষ্টমমরনরবন্দ্যং।
বন্দেবেদতনুমুজ্ঝিতগর্হিতকাঞ্চনকামিনীবন্ধং॥
কোটীভানুকরদীপ্তসিংহমহো কটিতটকৌপীনব
অভীরভীহুঙ্কারনাদিতদিঙ্মুখ প্রচণ্ডতাণ্ডবনৃত্যং—
ভুক্তিমুক্তিকৃপাকটাক্ষাপেক্ষণমঘদলবিদলনদক্ষং
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দং॥

* * *

জয় জয় রামকৃষ্ণ—ব্রহ্মনাম রামকৃষ্ণ।

ওঁ রামকৃষ্ণ।

* * *

সংগীত।

গাওরে সুধামাখা—রামকৃষ্ণনাম।
ঐ নামের গুণে তরে যাবি—অন্তে পাবি মোক্ষধাম।
(রামকৃষ্ণ নামে)
রামকৃষ্ণ নামের বলে, চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে,
ডাকরে মন প্রাণ খুলে, বলরে নাম অবিরাম॥
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলরে মন অবিরাম)
শ্রীমুখের অভয়বাণী, বলেছেন রাম গুণমণি,
যত সাধন ভজন হীনের, ঐ নামে হবে পূর্ণকাম॥
(রামকৃষ্ণ নাম নিলে হবে সবে পূর্ণকাম)
গোলোকে (গোপনে) এ নাম ছিল, ধরাধামে কে আনিল,
রামকৃষ্ণ চিনেছিল প্রকাশিল গুরু রাম।
(পূর্ণব্রহ্মে-চিনেছিল প্রকাশিল গুরু রাম)
দেবের দুর্লভ নাম, বিলাইল দয়াল রাম,
ঐ নামের সহিত বল জয় গুরু জয় রাম॥
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় জয় গুরু জয় জয় রাম)

—সেবক কৃষ্ণধন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র।*

১

জয় জয় রামকৃষ্ণ পতিতপাবন।
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর পরম কারণ॥
যুগে যুগে অবতরি পতিত উদ্ধার।
দেশ কাল পাত্রভেদ করিয়া বিচার॥

অগাধ সলিলে প্রভু, মীনরূপ ধরি।
পরম কৌতুকে বেদ উদ্ধারিলে হরি॥
কে বুঝিবে তব লীলা, লীলার আধার।
মেদিনী-উদ্ধার হেতু বরাহ আকার॥
কূর্ম্মরূপ ধরি হরি ধরণী ধরিলে।
নৃসিংহ মূরতি ধরি ভক্তে বাঁচাইলে॥
রাজপুত্র রূপে তুমি ক্ষত্রিয় আলয়।
রামরূপ ধরি হরি হইলে উদয় ॥
সংসারের পরিণাম কিবা চমৎকার।
জীবশিক্ষা-হেতু তাহা করিলে বিস্তার॥
সংসারের সুখ সদা চপলা প্রমাণ।
বিধিমতে দেখাইলে ওহে সনাতন॥
অপূর্ব্ব রামনাম ভবে আনি দিলা।
যে নামে ভাসিল জলে মহাগুরু শিলা॥
সংসার জলধিতলে প্রস্তরের প্রায়।
জীবে মনরূপ শিলা সদা পড়ি রয়॥
রাম নাম যেই মুখে করে উচ্চারণ।
তাহার পাষাণ মন ভাসয়ে তখন॥
কৃষ্ণ অবতারকালে আশ্চর্য্য মিলন।
যোগ ভোগ একসূত্রে করিলে বন্ধন॥
ভাব প্রেম আদি যত ভক্তির বিকাশ।
সংসার-ভিতরে তাহা করিলে প্রকাশ॥
কৃষ্ণ নাম দু-অক্ষর যে বলয়ে মুখে।
দারাদি বেষ্টিত থেকে দিন কাটায় সুখে॥

বিচিত্র প্রেমের ভাব হৃদয়ে সঞ্চার।
কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্যাতে হয় যে তাহার॥
পরম প্রেমের খেলা প্রকৃতি সহিত।
ধারণা করিতে তাহা জীব বিমোহিত॥
পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে হয়ে একাকার।
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হ'লে পুনর্ব্বার॥
কৃষ্ণনাম সাধনের প্রণালী সুন্দর।
প্রকাশে জীবের হ'ল কল্যাণ বিস্তর॥
নামে হয় মহাভাব জীব অগোচর।
সে ভাব লভিল আহা সংসার ভিতর॥
এবে নব অবতার রামকৃষ্ণ নাম।
যে নামে কলির জীব যাবে মোক্ষধাম॥
নবরূপে নবভাব তরঙ্গ ছুটিল।
নবপ্রেমে জীবগণ বিহ্বল হইল॥
আহা, কিবা নব শিক্ষা দিলে ভগবান॥
তোমায় বকল্‌মা দিলে পাবে পরিত্রাণ॥
ইহাতে অশক্ত যেবা দুর্ব্বল অন্তর।
তাহার স্বতন্ত্র বিধি, হ'ল অতঃপর॥
যাহার যাহাতে রুচি যে নামে ধারণা।
তাহার তাহাই বিধি তাহার সাধনা॥
হর হরি কালী রাধা গৌর নিতাই।
আল্লাতালা ঋষি-খ্রীষ্ট দরবেশ গোঁসাই॥
ভাবময় নিরঞ্জন ভাবের সাগর।
যাহার যে ভাবে ইচ্ছা তাহাতে উদ্ধার॥

আপনি সাধক হয়ে সাধকের হিত।
বিধিমতে সাধিলেন উল্লসিত চিত॥
দয়ার মুরতী ধরি অবতীর্ণ ভবে।
কলির জীবের দুঃখ আর নাহি রবে॥

রামকৃষ্ণ সারাৎসার, নাহি অন্য গতি আর,
নাম বিনে নাহিরে সাধন।
জপনাম বল নাম, অবিরাম অবিশ্রাম,
কর সবে নাম সুধাপান॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে, প্রেমভক্তি উথলিবে,
হে'রবে আপন ইষ্টদেবে।
ভুবনমোহন রূপ, অপরূপ যেই রূপ,
নামগুণে তাহাও দেখিবে॥
কর সবে নাম সার, ত্যজ বিষয় অসার,
রবে আর কতদিন ভুলে।
বল সবে রামকৃষ্ণ, গাও সবে রামকৃষ্ণ,
মাত সবে রামকৃষ্ণ বলে॥
পূর্ণব্রহ্ম নরহরি, ধরাধামে অবতরি,
রামকৃষ্ণ বল বাহুতুলে।
পাইবে অপরানন্দ, ঘুচিবে মনের দ্বন্দ্ব,
ভাবের কপাট যাবে খুলে॥
অদ্বৈত গৌর নিতাই, তিনে মিলে একঠাঁই,
দেখরে ভাবের হাটে খেলে।
রামকৃষ্ণ সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
নামরসে ভাস কুতুহলে॥

ওঁ রামকৃষ্ণ, ওঁ রামকৃষ্ণ, ওঁ রামকৃষ্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত সেবক জনকোপম—মহাত্মা রামচন্দ্র।

২*

দেবদেব মহাদেব সর্ব্বারাধ্য পরাৎপর।

নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১

পতিতানাম্ হিতার্থায় নররূপ ধরোঽভবঃ।

নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ২॥

ত্বমেবাদিরনাদিস্ত্বং সর্ব্বসাক্ষী ত্বমেব হি।

নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৩॥

ত্বং জলং ত্বং স্থলং ত্বং ব্যোম বায়ুর্বৈশ্বানরস্তথা।

নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ৪॥

স্থূলো সূক্ষ্মোঽহ্যনন্তশ্চ ত্বং হি কারণকারণং।

নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৫॥

পুরুষঃ প্রকৃতি ত্বংহি স্বপ্রকাশো চরাচরে।

নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ৬॥

ত্বং হি জীবস্ত্বমুদ্ভিজ্জঃ স্থাবরাঞ্চাপি জঙ্গমম্।

নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৭॥

লীলাজাতোঽসি নিত্যোঽসি নিত্যলীলাবহিঃস্থিতঃ।

নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ৮॥

অব্যক্তস্ত্বমচিন্ত্যস্ত্বং সত্যং জ্ঞানং ত্বমেব চ।

নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৯॥

ত্বং হি ব্রহ্মা চ বিষ্ণু ত্বং হি দেবো মহেশ্বরঃ।

নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ১০॥

কালী দুর্গা ত্বমেবাসি ত্বং চ রাসরসেশ্বরী।

নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১১॥

মীনঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ রূপান্যন্যানি তে বহিঃ।

নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ১২॥

ত্বং হি রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বামনাকৃতিরীশ্বরঃ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১৩॥
নানকস্ত্বং যীশু ত্বং চ শাক্যদেবো মহম্মদঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ১৪॥
শচীসুতোঽসি ত্বং দেব নামধর্ম্মপ্রকাশকঃ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১৫॥
রামকৃষ্ণেতি প্রখ্যাতং নবরূপং প্রকল্পিতং।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ১৬॥
ধর্ম্মং কর্ম্ম ন জানামি শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১৭॥
দয়াবতার হে নাথ পাপিনাং ত্বং সমাশ্রয়ঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ১৮॥
অজ্ঞানকূপমগ্নস্য অন্যা নাস্তি গতির্ম্মম।
দেহি দেহি কৃপাসিন্ধো দেহি মে চরণাশ্রয়ম্॥ ১৯॥
ওঁ রামকৃষ্ণ, ওঁ রামকৃষ্ণ, ওঁ রামকৃষ্ণ—মহাত্মা রামচন্দ্র।

প্রণামঃ।

৩

অখিলভুবনভর্ত্তা দুর্গতি ত্রাণকর্ত্তা।
কলি-কলুষ-হন্তা দীন-দুঃখৈক-চিন্তা।
নিরবধি হরিগুণগাতা কীর্ত্তনানন্দদাতা
স্ফুরতি হৃদিনটেন্দ্রং শ্রীরামকৃষ্ণায় নমোনমঃ॥
শ্রীশ্রীলক্ষ্মাদেবী—বিরচিতং।

৪

নিখিলজনহিতার্থং ত্যক্তবৈকুণ্ঠবাসং
ধৃতনবনরদেহং দিব্যভাতিপ্রকাশং

বিজিতবিষয়চেষ্টং দুঃখসৌখ্যেনিরাশং
ত্রিভুবনজনপূজ্যং রামকৃষ্ণং নমামি ॥ ১ ॥
পরিহিতসিতবেশং দীনভাবৈকমূর্ত্তিং
বিকশিতকমলাস্যং হাস্যমাধুর্য্যপূর্ত্তিং
দলিতদুরিতবৃন্দং বিশ্বসংব্যাপ্তকীর্ত্তিং
সতত সদয়চিত্তং রামকৃষ্ণং নমামি ॥ ২ ॥

পটলডাঙ্গা-নামকীর্ত্তনসমিতি-বিরচিতম্ প্রণামমিদং সমাপ্তম্।

জয় জয়, জয় জয় শ্রীগুরুদেব।
জয় জয়, জয় জয় শ্রীগুরুদেব ॥
জয় জয়, জয় জয় শ্রীগুরুদেব।
জয় জয়, জয় জয় শ্রীগুরুদেব !!!

শ্রীশ্রীগুরুমাহাত্ম্যম্।*

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩ ॥
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪ ॥

* স্তোত্র তিনটী কলিকাতা কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দির-মঠে পূজাকালীন নিত্য গীত হইয়া থাকে।

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজঃ।
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যো য তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৬ ॥
চৈতন্য শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদকলাতীতঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়স্তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতাচ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮ ॥
অনেকজন্মসংপ্রাপ্তকর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯ ॥
শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১০॥
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১১॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১২॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৩ ॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ১৪ ॥
সপ্তসাগরপর্য্যন্ততীর্থস্নানাদিকৈঃ ফলম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিজলংবিন্দুং সহস্রাংশেন দুর্লভং ॥১৫॥
গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্‌গুরুম্ ॥১৬॥

জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুভক্তিতঃ।
গুরোঃ পরতরংনাস্তি ধ্যেয়োঽসৌ গুরুমার্গিনা ॥ ১৭ ॥
গুরোঃ কৃপা প্রসাদেন ব্রহ্মাবিষ্ণুসদাশিবাঃ।
সৃষ্ট্যাদিকসমর্থাস্তে কেবলং গুরুসেবয়া ॥১৮॥
দেবকিন্নরগন্ধর্বাঃ পিতরো যক্ষচারণাঃ।
মুনয়োঽপি ন জানন্তি গুরুশুশ্রূষণাবিধিম্ ॥১৯॥
ন মুক্তা দেবগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষকিন্নরাঃ।
ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ ॥২০॥
শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ ॥ ২১ ॥
গুরোঃ কৃপা প্রসাদেন আত্মারামো হি লভ্যতে।
অনেন গুরুমার্গেন আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ২২ ॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদ সেবনাৎ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহনাৎ ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৩ ॥
যজ্ঞব্রততপোদানজপতীর্থানুসেবনম্।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয় ॥ ২৪ ॥
মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরং দ্বয়ম্।
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরু সাক্ষাৎ পরং পদম্ ॥ ২৫ ॥
গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুনিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥ ২৬ ॥
ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যো বংশঃ কুলস্তথা।
ধন্যা চ বসুধা দেবি গুরুভক্তি সুদুর্লভা ॥ ২৭ ॥
শরীরমিন্দ্রিয় প্রাণা অর্থ-স্বজনবান্ধবাঃ।
মাতাপিতা কুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

আজন্মকোট্যাং দেবেশি ! জপব্রততপক্রিয়াঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমং দেবি ! গুরুসন্তোষমাত্রতঃ ॥ ২৯ ॥
বিদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ।
গুরোঃ সেবাং ন কুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৩০ ॥
গুরুসেবা পরং তীর্থমন্যতীর্থমনর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্‌গুরোশ্চরণাম্বুজং ॥ ৩১ ॥
ওঁ নমঃ শ্রীগুরুদেবায় ॥ শ্রীশ্রীগুরুগীতা।

নমোঽস্তু গুরুবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞিতম্ ॥
অখণ্ডানন্দবোধায় শিষ্যসন্তাপহারিণে।
সচ্চিদানন্দরূপায় রামায় গুরবে নমঃ ॥ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্তোত্র।

ওঁ—ওঁকারবাচ্যং স্ববিকাশমাদ্যং
নিত্যং বিশুদ্ধং ত্রিগুণৈর্বিমুক্তং।
সাক্ষিস্বরূপং জগতাং জনেশং
শ্রীরামকৃষ্ণং সততং নমামি ॥

রা—রাগাদিশূন্যং করুণাধিবাসং
জ্ঞানপ্রকাশং ভবপাশনাশং।
আনন্দরূপং মৃদুমঞ্জুহাসং
শ্রীরামকৃষ্ণং সততং স্মরামি ॥

স্তোত্র দুইটী কলিকাতা কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধিমন্দির মঠে সন্ধ্যারতীর পর নিত্য গীত হইয়া থাকে।

ম—মগ্নং ভবাব্ধাবভিতারয়ন্তং
স্বাঙ্কং নয়ন্তং ত্বরিতং চরন্তং।
ভক্তার্ত্তিভারং কৃপয়া হরন্তং
শ্রীরামকৃষ্ণং শরণং ব্রজামি॥

কৃ—কৃচ্ছ্রং তপোযজ্ঞমহং ন জানে
মন্ত্রং ন যন্ত্রং স্তবনঞ্চ কিঞ্চিৎ।
জানে সদাহং শরণং বরেণ্যং
হে দীনবন্ধো তব পাদযুগ্মং॥

ষ—ষড় বৈরিণো মে প্রসভং প্রমত্ত
মাতঙ্গবন্মাং নিয়তং তুদন্তি।
হা দেবদেবেশ জগন্নিবাস
দাসোহস্মি তে মাং পরিপশ্য রক্ষ॥

ণা—নাহং প্রযাচে মণিরত্নপূর্ণং
হর্ম্ম্যং মনোজ্ঞং সুরবৃন্দসেব্যং।
মেরোঃ সমানং রজতং সুবর্ণং
কান্তাং সুরম্যাং ভুবি সর্ব্বরাজ্যং॥

য—যদ্ যোগিবৃন্দা জনহীনদেশে
মগ্নাঃ সমাধৌ পরিচিন্তয়ন্তি।
যাচে ত্বহং তে ভুবনৈকনাথ
ব্রহ্মাদিবন্দ্যং চরণারবিন্দ্যং॥

ন—নন্বেব জানাসি মহেশ্বরোহসি
দীনাতিদীনশ্চ পদাশ্রিতোহহং।
সংযচ্ছ তন্মে স্বকৃপাগুণেন
ভক্তিং তদীয়ামচলাং বিশুদ্ধাং॥

ম—মন্দঃপ্রমত্তো গুণবিত্তিহীনঃ
কথং নু বেদ্মি স্তবনং তবাহং।
স্তুত্বা যথা ত্বাং করুণৈকসিন্ধো
প্রাপ্স্যামি তস্মাং প্রবিধেহি শিক্ষাং॥
নমামি নিত্যং তব পাদযুগ্মং
ধ্যায়ামি নিত্যং তব পূর্ণরূপং
করোমি নিত্যং কমলাঙ্ঘ্রি পূজাং
নাথ ত্বদন্যচ্ছরণং ন জানে॥ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ।

আদর্শ-ভক্ত রামচন্দ্রের স্তোত্র।

সৌম্যং প্রশান্তং কনকোজ্জ্বলাঙ্গং
প্রোৎফুল্লপঙ্কেরুহচারুনেত্রং।
ভক্তে সুমূর্ত্তিং প্রণমামি ভক্ত্যা
তং দেশিকেন্দ্রং প্রভু রামচন্দ্রং॥১
সম্বদ্ধসংসারসমুদ্রসেতুং।
কামাদিরক্ষঃকুলনাশহেতুং।
বিদ্যাবিদেহাত্মজয়াচ যুক্তং
তং দেশিকেন্দ্রং প্রভুরামমীড়ে॥২
জগতিবিষয়পূর্ণে জন্মমৃত্যুপ্রকীর্ণে
অমৃতফলসমানো রামকৃষ্ণস্য সঙ্গঃ।
সদয়হৃদয়বৃত্ত্যা দর্শিতো যেন লব্ধা
ত্বমহং অখিলবন্ধুং রামচন্দ্রং নমামি॥৩
বন্দে শ্রীরামং ভববীজনাশং
বন্দে শ্রীরামং রবিসন্নিভাষং।

বন্দে শ্রীরামং করুণাপ্রকাশং
বন্দে শ্রীরামং শিবদং সুহাসং ॥৪
শিরসিকমলমধ্যে শুভ্ররূপং ত্বদীয়ং
স্মিতমুখশুচিশোভং চিন্তয়ে ধ্যানযোগাৎ
নয়নকমলদৃষ্ট্যা পাহি মাং মৃত্যুমার্গাৎ
শ্রিতপদযুগচ্ছায়ং তাবকং দেশিকেশ ॥৫
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং।
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ ॥৬ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

(প্রভু) এস কাঙ্গালশরণ—আমার হৃদয়রঞ্জন।
তুমি আঁধারে আলোকময়—মোহ-বিনাশন (আমার)।
দুঃখ জ্বালা তাপে ভরা,—(আমার) ভাঙ্গা বুক আলো করা,
কাঙ্গালের প্রাণসখা—জগতজীবন ॥
যাচিয়ে চরণ দিলে, সব জ্বালা কেড়ে নিলে,
ধরিলে গো কলেবর, (শুধু) আমার কারণ ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র সম, মুখজ্যোতিঃ অনুপম,
(তুমি) কুমার-সন্ন্যাসীবর—ভুবনমোহন ॥
কেহ নাহি যার কোথা, তুমি তার আছ তথা
পতিত জনের গতি—কপাল মোচন (আমার) ॥
কি হ'ত দীনের গতি, তুমি না থাকিতে যদি,
তৃণসম ভেসে শেষে দিয়েছ শরণ—
মাগো পেয়েছি চরণ (আজ) ॥

তুমি পিতা তুমি মাতা, কল্পতরু গুরুত্রাতা,
তোমারি কৃপায় নাথ চিনেছি চরণ—
সর্ব্বস্ব আমার তুমি পরম রতন ॥
শুষ্কতরু মুঞ্জরিল, শূন্য-প্রাণ ভরে গেল,
উছলিছে শতধারে প্রেম প্রস্রবণ ॥
কে আর তোমার মত, আছে ত্রিভুবনে নাথ,
সহিতে সাগর-সম গরল এমন (আমার) ॥
তুমি শুকদেব সম, গুরু তব অনুপম,
(তুমি) ধ্যানসিদ্ধ মহাযোগী পরশরতন ॥
কত লোহা সোণা হল, পরশি চরণ-কমল,
জুড়াল সকল জ্বালা আমার মতন ॥
গুরু-ইষ্ট—মন-প্রাণ, তনু তব যোগোস্থান,
তোমারি তুলনা তুমি প্রেমিক রতন ॥
(প্রাণের রতন, হৃদয় রতন, সাধক রতন)
(যদি) দেছ স্থান শ্রীচরণে, শুধু তব নিজগুণে (প্রভু),
(নাগো) ছেড়নাক হাত যেন ভুলিয়ে কখন—
(মোরে কাঙ্গাল জানিয়ে নাথ) ॥
তুমি তরু আমি ছায়া, তুমি প্রাণ আমি কায়া,
তুমি আছ তাই আছি অধমতারণ ॥
তোমারি কৃপার বলে, গাই আজ প্রাণ খুলে (মোরা),
জয় রাম—রামকৃষ্ণ দেহি শ্রীচরণ।
মোরে অধীন বলিয়ে—মাথে দেহি শ্রীচরণ ॥

বাঃ গুরুজীকি ফতেঃ—বাঃ গুরুঃ !!!

শ্রীমৎস্বামী যোগবিনোদ মহারাজের
৪১শ জন্মতিথি পূজা। শ্রীগুরু-পূর্ণিমা
৭ই শ্রাবণ ১৩২৫। ৮৪ রামকৃষ্ণাব্দ

"কাঙ্গাল"
(সন্তান—যোগবিলাস)

ঠাকুর-গীত।

১

শ্যামা পদ আকাশেতে মন-ঘুড়ি খান উড়তেছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল ॥
মায়া কান্নি হোলো ভারি, আর আমি উঠাতে নারি।
দারাসুত কলের দড়ি ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল ॥
জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে।
মাথা নাই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছ'জন জয়ী হল ॥
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগ্‌ল ধাঁধা।
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল ॥

২

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাঙ্গ মুরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে।
গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, কভু ধূলাতে লুটায়,
নয়ন জলে ভাসেরে, কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি,
সিংহ রবে রে;
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, দাস্য মুক্তি যাচেন বারে বারে।
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ,
প্রাণ কেঁদে উঠে রে;
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে;
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্য চরণে, দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে দ্বারে।

৩

রাধার দেখা কি পায় সকলে, রাধার প্রেম কি পায় সকলে।
অতি সুদুর্লভ ধন, না কর্‌লে আরাধন, সাধন বিনে সে ধন
এ ধনে কি মিলে॥
তুলারাশি মাসে তিথি অমাবস্তে, স্বাতী নক্ষত্রে যে বারি বরিষে,
অন্য অন্য মাসে যে বারি বরিষে, সে বারি কি বরিষে বরিষার জলে॥
যুবতি সকলে শিশু লয়ে কোলে, আয় চাঁদ বলে, ডাকে বাহু তুলে।
শিশু তাহে ভুলে, চন্দ্র কি তায় ভুলে, গগন ছেড়ে চাঁদ কি
উদয় হয় ভূতলে॥

৪

বল রে শ্রীদুর্গা নাম। (ওরে আমার আমার আমার মন রে)
নমো নমো নমো গৌরি, নমো নারায়ণি!
দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি দিবা তুমি গো যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা কখন কামিনী॥
রামরূপে ধর ধনু মা, কৃষ্ণ রূপে বাঁশী।
ভুলালি শিবেরি মন মা হয়ে এলোকেশী॥
দশমহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার।
কোনরূপে এইবার আমারে কর মা পার॥
যশোদা পুজিয়ে ছিল মা, জবা বিল্বদলে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কোলে॥
যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে।
নিশি দিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গা চরণে॥
যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে।
অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীদুর্গা বলে ডাকে॥

যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে।
সুধামাখা তারা নাম মা আর কার আছে ॥
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব।
বাজন নুপুর হয়ে মা, তোর চরণে বাজিব ॥
যখন বসিবে মাগো শিব সন্নিধানে।
জয় শিব জয় শিব ব'লে বাজিব চরণে ॥
চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায়।
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দেগো তায় ॥
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে।
মীন হয়ে রব জলে মা নখে তুলে লবে ॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণী।
কৃপা করে দিও মাগো রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
পার কর ও মা কালী, কালের কামিনী।
তরাবারে দুটী পদ করেছ তরণী ॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমি গো পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল ॥
গোলকে সর্ব্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী।
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যেবা পথে চলে যায়।
শূল হস্তে শূলপানি রক্ষা করেন তায় ॥

৫

ধানি-মিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি,
কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায় আমি খেলিবা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন!
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর অধীর যেমতি সমীর
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥
জানিনা কেবা এসেছি কোথায়, কেন বা এসেছি কেবা নিয়ে যায়.
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে, চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল।
কত আসে যায় হাসে কাঁদে গায় এই আছে আর তখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল, কে জানে কেমন কি খেলা হল॥
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি, যাই যাই কোথা কুল কি নাই?
কর হে চেতন কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?
যে আছ চেতন ঘুমাও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তম নাশ হও হে প্রকাশ,—তোমা বিনে আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই॥

৬

এমন সাধের হরিনাম হরি বল না।
সাধের পণে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হ'লো না।
পাপী তাপী নাইক রে বিচার,
হরি ডাকলে পরে তার, করুণার তুলনা নাই আর;
নামে হও মাতোয়ারা, মিছে মদে ভুলনা॥

৭

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

হয়ে পূর্ণকাম বোল্‌বো হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেমের-বৃন্দাবন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার।
হায় কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার।
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে শ্রীগুরু পদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার।
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

৮

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
কালী নামের কতগুণ কেবা জান্‌তে পারে তায়
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

৯

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী ॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপানাদি বিনাশি নারী।
এসব পাতক না ভাবি তিলেক, (ওমা) ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি ॥

১০

মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ ক'ল্লে ফল্‌তো সোণা ॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তাঁর কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একৃতারে (মন্‌রে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তি বারি সেঁচে দেনা।
একা যদি না পারিস্ মন, দ্বিজ রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ॥

১১

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।
(ওমা) ও দুটী চরণ, বিনে আমার মন অন্য কিছু আর জানে না ॥
তপন তনয় আমায় মন্দ কয়, কি বলিবি তায় বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা,
অকুল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানিনা।
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুখরাশি গেল না,
এবার আমি যদি মরি ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম কেউ আর লবেনা ॥

১২

কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতিঃ জগৎ করে হে আলো ;
স্রোত বহে প্রেম পীযূষবারি সকল জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি ;
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে ;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশরতন, সেই নয়ন অনিমেষ ;
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে।

১৩

আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল, ফল যে লয়ে ;
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরাম-কল্পতরু মূলে ব'সে রই, যখন যে ফল বাঞ্ছা সেইফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, (ধনি গো) ও ফল গ্রাহক নই, যাব তোদের
প্রতিফল যে দিয়ে॥

১৪

মা কি আমার কালোরে।
কালরূপ দিগম্বরী,—হৃৎপদ্ম করে আলোরে॥

১৫

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি। (ভব সংসার বাজার মাঝে)
(ঐ যে) আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ী ॥
কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা (তাতে) পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নিম্মাণ করা, কারিগিরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হ'য়েছে দড়ী।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে পড়্‌বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ॥

১৬

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি আশয় পেয়েছি, এসব তোমার চাতুরী ॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে,পেতে, নিতে খেতে দিতাম, খাওয়াতাম তোমারি ॥
যশ অপযশ, সুরস কুরস, সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে, মন দিয়েছ, মনেরে আঁখঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

১৭

চিন্ময় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।
(কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন ॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত ; কিবা বিজলী চমকে,
সে রূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন ॥
হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয় দর্শন।
চিদানন্দ রসে, ভক্তি যোগাবেশে হওরে চির মগন।
(চিদানন্দরসে, হায়রে) (প্রেমানন্দ রসে)
প্রেমানন্দ রসে হওরে চিরমগন ! (হরি প্রেমে মত্ত হয়ে)

১৮

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে ॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে ॥
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে :
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব শোষন,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী শম দম দুই জনে ॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম,
পথ ভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থনিবাসী জনে ;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার ;
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥

১৯

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ আমি ভিখারি অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে ॥
হৃদয় কুটীর দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥

২০

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমা'ওনা মন।
মায়া ঘোরে কতদিন রবে অচেতন ॥
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মেলে ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে. নিত্যানন্দে হের প্রাণে
তম পরিহরি হের তরুণ-তপন ॥

২১

কাফি মিশ্র—একতালা

ওমা ! কেমন মা কে জানে।
মা বলে মা, ডাক্‌চি কত, বাজে না মা, তোর প্রাণে ?
মা বলে ত ডাক্‌ব না আর, লাগে কিনা দেখ্‌বো তোমার,
বাবা বলে ডাক্‌ব এবার প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখেনাক একবার চেয়ে ;
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে শ্মশানে ॥

২২

গৌরি—একতালা।

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগ্‌লী মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা বব বম্ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে; রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে
ঐ নূপুর বাজে শোননা॥

২৩

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে।
যেখানে যাই সে যায় সাথে, আমায় বল্‌তে হয় না জোর করে॥
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে, কত রাখে আদরে॥
আমি জান্‌তে এলাম তাই, কে বলে রে আপনার রতন নাই;
সত্যি-মিছে দ্যাখনা কাছে, কচ্চে কথা সোহাগ ভরে॥

২৪

পরজ যোগীয়া—একতালা

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারারাত কি পাগ্‌লা নিয়ে, যায় গো মা, জাগা?
সারা রাতই সিদ্ধি বাটি, ভূতে খায় মা, বাটি বাটি,
বলব কি বল? বোঝেনা মা, তার উপর মিছে রাগা॥
কাছে এসে, ছাই মেখে ব'সে, মরি গো মা ফণির তরাসে!
কেমন ক'রে ঘর করি বল্, নিয়ে এ ন্যাংটা নাগা?

২৫

আয় মন বেড়াতে যাবি। (যদি না বেড়ালে তুই রইতে নারিস্)
কালী-কল্প-তরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতিনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হবি।

২৬

ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কারো নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিনে কালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে।
যার জন্য মর ভেবে সেকি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

ওঁ রামকৃষ্ণ।

সমাপ্ত।